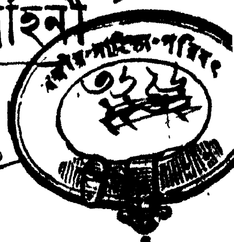

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পৌরাণিক কাহিনী

প্রথম ভাগ



(মহাভারত)

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার

প্রণীত

কলিকাতা ঃ

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

ও

১৬ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মুকুল" কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

১৩১৭

মূল্য ।০ আনা।

প্রাণাধিক

শ্রীমতী সাবিত্রী

ও

শ্রীমান্ অরবিন্দমোহন বসুর

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে সস্নেহে অর্পিত

হইল।

সূচী।

পৌরাণিক কাহিনী।

ভীষ্ম।

আমাদের দেশে রামায়ণ ও মহাভারত দুইখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই মহাভারত পড়িলে জানা যায়, যে ভারতবর্ষের এখনকার মানচিত্রে যেখানে দিল্লী সহর, তাহারই নিকটে প্রাচীনকালে হস্তিনা নামে একটী নগর ছিল। ঐ নগরে কুরুবংশীয় রাজারা রাজ্য করিতেন। এক বার সেই রাজবংশে জ্ঞাতি বিবাদ বাধিয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই ভাই ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অনেক সন্তান, পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। দুই ভাইএর মধ্যে কোন্ ভাইএর পুত্রেরা হস্তিনার সিংহাসনে বসিবে, এই বিষয় লইয়া দুই দলে মহা যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে কুরুকুল উৎসন্ন গিয়াছিল। মহাভারতে এই মহাযুদ্ধের বিবরণ আছে। এই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে যত বীর পুরুষ সাহস ও রণ-কৌশলে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, তন্মধ্যে ভীষ্ম সর্ব্ব-

প্রধান। তাঁহার মত সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সাহসী ও ধার্ম্মিক পুরুষের কথা প্রায় শোনা যায় না। তাঁহার জীবন চরিত পড়িলে দুর্ব্বল হৃদয়ে বল আসে, মন উন্নত হয় ও প্রাচীনকালে আমাদের দেশে কিরূপ বীর জন্মিতেন, তাহা ভাবিয়া জাতীয় গৌরবে প্রাণ পূর্ণ হয়। এই ভীষ্ম সম্বন্ধে মহাভারতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা এই।

প্রাচীনকালে হিমালয় পর্ব্বতের নিম্নে বশিষ্ঠ মুনির সুন্দর আশ্রম ছিল। স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে বসু না[illegible] আট জন ভ্রাতা বাস করিতেন। একবার সেই [illegible] ভাই আপন আপন স্ত্রী সঙ্গে লইয়া বশিষ্ঠের আ[illegible] বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আশ্রমের শোভা দে[illegible] বসুদের মনে বড় আহ্লাদ হইল, তাঁহারা প্রফুল্ল[illegible] চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলেন। নন্দিনী [illegible] বশিষ্ঠের হোমধেনু সেখানে চরিতেছিল, তেমন হৃষ্টপুষ্ট গাভী বসুগণ আর কখনও দেখেন [illegible]নী তাহা দেখিয়া এক বসুপত্নী অত্যন্ত আনন্দিতা হই[illegible] তিনি আপনার পতিকে কহিলেন, "আমার প্রিয় অনেকদিন অবধি পীড়িত আছেন, এই গাভীর পান করিলে তিনি অবশ্যই নীরোগ হইবেন, অতএ

চল, আমরা ইহাকে চুরি করিয়া লইয়া যাই।" পত্নী বার বার অনুরোধ করাতে দ্যু অপর সাত ভ্রাতার সহায়তায় নন্দিনী ও তাহার বৎসকে চুরি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বশিষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, নন্দিনী নাই। পরে জানিতে পারিলেন, দ্যু আপনার সাত ভ্রাতার সাহায্যে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহা জানিতে পারিয়া বশিষ্ঠ অতিশয় কুপিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, যে তাঁহারা দেবতা হইয়াও যখন মানুষের মত অপরাধ করিলেন, তখন স্বর্গে আর তাঁহাদের স্থান নাই, তাঁহারা পৃথিবীতে গিয়া মানুষ হইয়া থাকিবেন। বসুগণ এই ভয়ানক শাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বশিষ্ঠের চরণে পড়িয়া অনেক কাঁদিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন না, শুধু এই বলিলেন, "তোমাদিগকে পৃথিবীতে যাইতেই হইবে। তবে তোমরা সকলেই প্রতি বৎসর এক এক জন করিয়া শাপমুক্ত হইবে; কেবল যাহার পরামর্শে তোমরা এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তাহাকে বহুদিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে।" বসুগণ নিরুপায় হইয়া গঙ্গার নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়া বলিলেন,

"মা, পৃথিবীতে গিয়া আপনাকে আমাদের জননী হইতে হইবে। আর আপনার নিকট আমরা এই ভিক্ষা চাহিতেছি, যে জন্মমাত্র আপনি আমাদিগকে জলে ফেলিয়া দিবেন।" গঙ্গা তাহাতে সম্মত হইলেন।

সে সময়ে শান্তনু নামে এক ধার্ম্মিক রাজা হস্তিনায় রাজত্ব করিতেন। গঙ্গা তাঁহাকে গিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে গঙ্গা শান্তনুকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন, যে তাঁহার কোন আচরণ অন্যায় বোধ হইলেও শান্তনু সেজন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পারিবেন না, যদি করেন, তবে তিনি শান্তনুকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।

ক্রমে ক্রমে রাজমহিষী গঙ্গার সাতটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রাণী তাহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিতেন। শান্তনু গঙ্গার এই অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে বলিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না।

অবশেষে সর্ব্ব কনিষ্ঠ দ্যু জন্মগ্রহণ করিলে রাণী তাহাকে কোলে লইয়া হাসিতে লাগিলেন। রাজা সাত পুত্রের শোকে এত কাতর হইয়াছিলেন, যে আর প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিলেন না; কহিলেন, "তুমি

আমার সাত পুত্র মারিয়াছ, আমি তাহাতে কিছু বলি নাই, এবার আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার এ পুত্র আমায় দাও, ইহাকে আর মারিও না, পুত্র হত্যার মত পাপ আর নাই।” রাজার তিরস্কারে রাণী আর হ্যকে মারিতে পারিলেন না। সকল কথা খুলিয়া বলিয়া শিশুকে শান্তনুর কোলে দিয়া চলিয়া গেলেন।

এই রাজপুত্রের নাম দেবব্রত হইল। গঙ্গার পুত্র বলিয়া ইঁহার আর এক নাম গাঙ্গেয়। রূপ, গুণ ও বীর্য্যে কোন ক্ষত্রিয় কুমারই দেবব্রতের সমান ছিল না, দেবব্রত অল্প বয়সেই সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন এবং আশ্চর্য্য সত্যনিষ্ঠায় সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন।

একদিন শান্তনু যমুনার তীরে এক বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে হঠাৎ এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ পাইলেন। কোথা হইতে সৌরভ আসিল ভাবিয়া চারিদিক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, এক সুন্দরী ধীবর কন্যা যমুনার জলে নৌকা বাহিতেছে এবং তাহারই শরীর হইতে সুগন্ধ আসিতেছে। এই কন্যার নাম সত্যবতী ও মৎস্যগন্ধা। পরাশর মুনির বরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে সুগন্ধ বাহির হইত, লোকে এক যোজন দূর হইতে

তাহার শরীরের সুগন্ধ পাইত বলিয়া তাহার আর এক নাম যোজনগন্ধা হইয়াছিল।

শান্তনু এই কন্যাকে দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইলেন, যে তাহার পিতার নিকট গিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ধীবর কহিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি এই প্রতিজ্ঞা করেন, যে আপনার মৃত্যুর পর আমার কন্যার পুত্রই রাজা হইবে, তবেই আমি আপনাকে কন্যাদান করিতে পারি।"

শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই অন্যায় প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া রাজভবনে ফিরিয়া আসিলেন। দেবব্রত পিতাকে বিমর্ষ দেখিয়া পরম হিতৈষী বৃদ্ধ মন্ত্রীর নিকটে গিয়া পিতার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রীর মুখে সকল কথা শুনিয়া দেবব্রত তৎক্ষণাৎ সেই ধীবরের নিকট গেলেন এবং তাহাকে সবিনয়ে বলিলেন, "আপনি দয়া করিয়া আমার পিতার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে তাহা হইলে ইঁহার পুত্রই রাজা হইবেন, আমি আজ হইতে রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করিলাম।" ধীবর রাজকুমারের এই কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া কহিল,

"কুমারি, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে। আমি তোমার কথায় কিছুমাত্র অবিশ্বাস করি না; কিন্তু তোমার পুত্র যে পিতার সিংহাসনের জন্য সত্যবতীর পুত্রের সহিত বিবাদ করিবে না, তাহার নিশ্চয় কি?" তখন দেবব্রত পুনরায় কহিলেন, "আমি পূর্ব্বেই রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি, এখন পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি কখনও বিবাহ করিব না।" পিতার প্রতি দেবব্রতের এই আশ্চর্য্য ভালবাসা ও তাঁহার জন্য তাঁহাকে এইরূপে সর্ব্বস্ব ছাড়িতে দেখিয়া দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; স্বর্গে ঘন ঘন দুন্দুভি বাজিতে লাগিল, দেবকন্যাগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং দেবতারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ভীষ্ম অর্থাৎ ভয়ানক এই উপাধি দিলেন। শান্তনুও আনন্দিত হইয়া পুত্রকে এই বর দিলেন, যে ইচ্ছা না করিলে ভীষ্মের মৃত্যু হইবে না। এইরূপে ধীবরকন্যা সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহ হইল। সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। অল্প বয়সেই চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হয়। ভীষ্ম অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কাশীরাজের দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন; বিবাহের সাত বৎসর পরে

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হয়। বিচিত্রবীর্য্যের কোন সন্তান ছিলনা, সুতরাং হস্তিনার রাজসিংহাসন শূন্য হইল দেখিয়া, সত্যবতী সিংহাসনে আরোহণ ও বিবাহ করিবার জন্য ভীষ্মকে বিস্তর অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা টলিল না। তিনি প্রথম যৌবনে যে সত্য করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিতে কোন ক্রমে সম্মত হইলেন না। তিনি বিমাতাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে মন মুগ্ধ হয়। তিনি বলিলেন, "আমি স্বর্গ ত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব ছাড়িতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কোন প্রিয় পদার্থ থাকে, তাহাও ছাড়িতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সত্য ত্যাগ করিতে পারিব না। সূর্য্য যদি তেজ ত্যাগ করে, চন্দ্র যদি শীতল কিরণ ত্যাগ করে, অগ্নি যদি উত্তাপ ত্যাগ করে এবং স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তথাপি আমি ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবনা।"

এই আশ্চর্য্য আত্মত্যাগের শক্তি ও অদ্ভুত সত্য-পরায়ণতাগুণে ভীষ্ম সমগ্র কুরুকুল ও প্রজাগণের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মত উচ্চ চরিত্র পুরাণে আর পাওয়া যায় না।

দ্রোণাচার্য্য।

দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। পৃষত নামে পঞ্চাল দেশের রাজা ভরদ্বাজের পরম বন্ধু ছিলেন। পৃষতের দ্রুপদ নামক পুত্র দ্রোণের সমবয়স্ক ছিলেন। হয় পৃষতের রাজভবনে, নয় ভরদ্বাজের আশ্রমে এই দুই বন্ধু একত্র আহার বিহার ও বাল্য ক্রীড়ায় কত দিন সুখে কাটাইতেন।

পিতার মৃত্যুর পর দ্রুপদ পঞ্চালের রাজা হইলেন। দ্রোণ ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর পিতার আশ্রমে থাকিয়া বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও দ্রোণ অতি অল্প দিনের মধ্যেই যুদ্ধবিদ্যায় আশ্চর্য্য নিপুণ হইয়া উঠিলেন। ক্ষত্রিয় কুমারের ন্যায় অস্ত্র কৌশলে তাঁহার আশ্চর্য্য দক্ষতা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া পরশুরাম তাঁহাকে আপনার সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন।

বিদ্যা শিক্ষা শেষ হইলে দ্রোণ শরদ্বান মুনির কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিয়া পিতার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। অশ্বত্থামা বলিয়া তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছিল, জন্মিবামাত্র তিনি অশ্বের ন্যায় ডাকিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম।

বাল্যকালে দ্রুপদ দ্রোণের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তিনি রাজা হইলে দ্রোণকে তাঁহার ধন ও রাজ্যসুখের সমান অধিকারী করিবেন। দ্রোণের এ সকল বাসনা ছিলনা। তিনি ব্রাহ্মণের পুত্র ও মুনির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তপ, জপ, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনা ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, ধন বা প্রভুত্ব লাভের ইচ্ছা কোন দিন তাঁহার মনে স্থান পাইতনা।

এক দিন শিশু অশ্বত্থামা প্রতিবেশী আর আর বালকদিগকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া দুধ খাইবার জন্য কাঁদিতেছিল। দরিদ্র দ্রোণের এমন অর্থ ছিলনা, যে পুত্রের জন্য দুগ্ধ কিনিয়া আনেন। এক মাত্র পুত্রকে দুধের জন্য কাঁদিতে দেখিয়া দ্রোণ কোন ধনী গৃহস্থের নিকট হইতে দুগ্ধবতী গাভী ভিক্ষা করিয়া আনিবেন বলিয়া বাহির হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত দিন ঘুরিয়া কোথাও গাভী পাইলেননা। বিষণ্নমনে শ্রান্তদেহে

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দ্রোণ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, প্রতিবেশী বালকেরা বাটা চাউল জলে গুলিয়া দুধ বলিয়া তাহা অশ্বত্থামাকে খাইতে দিতেছে; নির্ব্বোধ শিশু তাহাই পরম আনন্দে দুধ ভাবিয়া পান করিতেছে এবং আর আর সকল বালকেরা অশ্বত্থামাকে দরিদ্র ও ভিখারীর পুত্র বলিয়া উপহাস, বিদ্রূপ ও মহা কোলাহল করিতেছে।

দ্রোণ এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি চিরদিন ধর্ম্মচিন্তা ও শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছি, ঘোর দারিদ্র্যে, এমন কি উপবাসেও দিন গিয়াছে, তথাপি ধনের জন্য নীচ পরাধীনতা স্বীকার করি নাই; কিন্তু আজ আমার এই শিশুর ক্লেশ আর সহ্য হইতেছেনা, অতএব বাল্যবন্ধু দ্রুপদের নিকট যাই, তিনি অবশ্যই আমার এই দুর্দ্দশা দূর করিবেন।" এই স্থির করিয়া দ্রোণ তৎক্ষণাৎ পঞ্চাল যাত্রা করিলেন এবং দ্রুপদের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় দিয়া ও সকল কথা বলিয়া সজল নয়নে কহিলেন, "ভাই, বাল্যকালে তুমি আমায় তোমার সকল ধন ও সুখের সমান অধিকারী

করিবে বলিয়াছিলে ; আমি ধন ও রাজ্যসুখ চাহিনা, একটী দুগ্ধবতী গাভী দাও, তাহার দুগ্ধপান করিয়া তোমার বন্ধুপুত্রের দুগ্ধের পিপাসা শান্তি হউক।"

দ্রুপদ তখন এক বৃহৎ রাজ্যের অধিপতি। ধন, যৌবন ও প্রভুত্বের অহঙ্কারে তাঁহার আপাদমস্তক পূর্ণ। তিনি দীর্ঘপথশ্রমে ধূসরিতদেহ ও মলিনবেশধারী বাল্য-সখা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে চিনিয়াও চিনিলেননা, সাহঙ্কারে কহিলেন, "তুমি কে? তোমায় আমায় কি প্রভেদ তাহা কি দেখিতেছনা? পঞ্চালের অধিপতি দ্রুপদরাজ এই ভিখারীর বন্ধু? দূর হও, বন্ধু সম্ভাষণ করিয়া রাজাধিরাজের অপমান করিওনা।"

মহা তেজস্বী দ্রোণ দ্রুপদের এই নির্ম্মম ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং হস্তিনাপুরে আসিয়া অশ্বত্থামার মাতুল কৃপাচার্য্যের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদ দ্রোণকে যে ভয়ানক অপমান করিয়াছিলেন, দ্রোণ তাহা ভুলিলেননা। পিতা হইয়া এক মাত্র পুত্র অশ্বত্থামাকে যে তিনি একটুকু দুগ্ধপান করাইতে পারেন নাই, ইহা তাঁহার মনে শেলের মত বিঁধিয়া রহিল। ঘোর যাতনায় জ্বলিয়া ও চক্ষুর জলে ভাসিয়া তিনি

এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ধন ও ক্ষমতা লাভ করিবেন এবং দ্রুপদের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁহার অপমানের শোধ তুলিবেন।

কৃপাচার্য্য কুরু ও পাণ্ডব রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষার অধ্যাপক ছিলেন। একবার রাজকুমারেরা হস্তিনা নগরের বাহিরে এক প্রান্তরে একটী বৃহৎ গোলা লইয়া খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ সেই গোলা এক জলশূন্য কূপে পড়িয়া গেল; কুমারেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা তুলিতে পারিলেননা। সেই সময়ে দ্রোণ ঘটনাক্রমে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, রাজকুমারেরা কোন ক্রমেই কূপ হইতে গোলা তুলিতে পারিতেছেন না দেখিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে ধনুর্ব্বাণ চাহিয়া লইলেন এবং অদ্ভুত বাণক্ষেপ কৌশলে উহা কূপ হইতে তুলিয়া দিলেন। কুমারেরা তাঁহার আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পিতামহ ভীষ্মের নিকট গিয়া সকল কথা বলাতে ভীষ্ম কুমারগণের বিশেষ শিক্ষাদান উদ্দেশে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন।

দ্রোণ কুমারগণের অধ্যাপক হইয়া তাঁহাদিগকে অতি যত্নে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম তাঁহার বাসের জন্য নগরের বাহিরে এক সুবৃহৎ উদ্যানবাটী

নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া দেশ বিদেশ হইতে বহু রাজকুমার আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিলেন। দ্রোণ এক দিন কুরু ও পাণ্ডব কুমারদিগকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "শিষ্যগণ, আমি তোমাদিগকে বহু যত্নে সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিব, কিন্তু শেষে তোমাদিগকে আমার একটী ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে, প্রতিজ্ঞা কর।" দুর্যোধন প্রভৃতি আর আর কুরুকুমারেরা নীরবে রহিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, "আপনার আদেশ আমি প্রাণ দিয়া পালন করিব, প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

কুরু ও পাণ্ডবগণের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে দ্রোণ গুরুদক্ষিণা লইবার ইচ্ছা করিলেন। শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি আর কিছুই চাহিনা, তোমরা পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে আন, উহাই তোমাদের গুরুদক্ষিণা হইবে।" শিষ্যগণ গুরুর আদেশে পঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিয়া দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়া গুরুর চরণে উপনীত করিলেন। তখন দ্রোণ দ্রুপদকে কহিলেন, "রাজন্ আমার আদেশে তোমার রাজ্য গিয়াছে এবং তুমি বন্দী হইয়া আমার"

নিকটে আনীত হইয়াছ। তোমার রাজ্য ও প্রাণ এখন আমারই হাতে, এখন বল, তুমি আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা কর কিনা?" এই বলিয়া দ্রোণ পুনরায় সহাস্যমুখে বলিলেন, "হে বীর তোমার প্রাণনাশের ভয় নাই; আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; বিশেষতঃ আমরা দুইজনে বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছি, তবে পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছিলে যে রাজা ভিন্ন অপর কেহ রাজার বন্ধু হইতে পারে না; এইজন্য তোমার সহিত পূর্ব্ব বন্ধুত্ব রাখিতে ইচ্ছা করিয়া হে যজ্ঞসেন, তোমার অর্দ্ধেক রাজ্য আমি লইলাম, অপর অর্দ্ধেক তোমারই রহিল, এখন যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার সহিত বন্ধুত্ব কর।" দ্রুপদ কহিলেন, "হে হে ব্রহ্মন্, আপনার এই আচরণ আপনারই অনুরূপ হইয়াছে, আজ হইতে আমি আপনার অনুগত বন্ধু হইলাম।" দ্রুপদ এই কথা বলিলে দ্রোণ তাঁহার বন্ধন মোচন ও উপযুক্ত সমাদর করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কর্ণ।

কর্ণ মহারাজ কুন্তীভোজের দৌহিত্র ও রাজকুমারী কুন্তীর প্রথম পুত্র। কর্ণ স্বর্ণময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুন্তী জন্মিবামাত্র পুত্রকে এক মঞ্জুষায় রাখিয়া তাহা নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেন। সেই পেটরা ভাসিতে ভাসিতে চম্পানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে অধিরথ নামক সারথি ভাগীরথী তীরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; কুঙ্কুম চন্দন, দূর্ব্বা প্রভৃতি রক্ষা দ্রব্যে ভূষিত, একটী সুন্দর পেটিকা জলে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া, তিনি তাহা তুলিলেন এবং খুলিয়া তাহার মধ্যে স্বর্ণময় সহজ কবচ ও কুণ্ডলধারী এক রূপবান শিশু দেখিতে পাইলেন। শিশুর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অধিরথ অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে তাহাকে সযত্নে গৃহে আনিয়া স্বীয় পত্নী রাধাকে দিলেন। অধিরথ ও রাধার সন্তান ছিলনা, সুতরাং দেবশিশুর মত রূপবান এই পুত্র পাইয়া তাঁহারা বুঝিলেন, যে সন্তানহীন দেখিয়া দেবতারা

দিগকে এই কুমার দিয়াছেন। বিধাতার দান বলিয়া তাঁহারা শিশুটীকে অতি যত্নে আপন সন্তানের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন এবং স্বর্ণময় কবচ ও কুণ্ডলরূপ বসু অর্থাৎ ধনের সহিত পাইয়াছেন বলিয়া উহার নাম বসুসেন রাখিলেন। রাধার পুত্র বলিয়া ইঁহার আর এক নাম রাধেয় হইয়াছিল।

রাধেয় ক্ষত্রিয় কুমারীর সন্তান হইলেও তাঁহার প্রকৃত কুলের কথা কেহ জানিত না। তিনিও আপনাকে সূত অধিরথের পুত্র বলিয়াই জানিতেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বসুসেন ক্রমে ক্ষত্রিয় কুমারের মত যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া অধিরথ তাঁহাকে হস্তিনায় দ্রোণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বসুসেন সেখানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি সহোদর ভ্রাতাদিগের সহিত একত্রে দ্রোণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বসুসেনকে আপনাদের ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন না। তিনিও কোন দিন তাঁহাদিগকে ভাই বলিয়া চিনিতে পারেন নাই; এই জন্য তিনিও দুর্য্যোধনের সহিত মিলিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন।

একদিন বসুসেন নির্জ্জনে দ্রোণের নিকট গিয়া কহিলেন, "গুরুদেব, আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ও যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা আমাকে শিক্ষা দিন।" দ্রোণ সকল শিষ্যের মধ্যে অর্জ্জুনকে অধিক ভালবাসিতেন এবং বসুসেন সে অর্জ্জুনের পরম শত্রু তাহাও জানিতেন, এই জন্য তিনি বলিলেন, "বৎস, ব্রতধারী ব্রাহ্মণ ও তপস্বী ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কাহারও এই অস্ত্রশিক্ষা করিবার অধিকার নাই।"

কুরুকুমার ও পাণ্ডবগণের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহাদের পরীক্ষা লইবার জন্য এক দিন স্থির হইল। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র এক বৃহৎ সভা করিয়া অনেক রাজা মুনি ও প্রজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদের সকলের সম্মুখে কুমারগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

সেই রঙ্গভূমিতে কুরু ও পাণ্ডব কুমারেরা আপনাদের শিক্ষিত বিদ্যার পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অর্জ্জুন বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। বসুসেন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অর্জ্জুনকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তাঁহার উন্নত শরীর ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অর্জ্জুনের পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি ও বসুসেনের

দিকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা রহিলেন। কুন্তী দুই ভ্রাতাকে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন কৃপাচার্য্য বসুসেনকে কহিলেন, "হে মহাবীর, তুমি আপনার মাতা ও পিতার নাম উল্লেখ কর এবং জন্মগ্রহণ দ্বারা কোন্ রাজকুল উজ্জ্বল করিয়াছ, তাহা বল। তোমার পরিচয় না পাইলে অর্জ্জুন তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। কারণ, যে রাজা নহে এবং যাহার কুল ও চরিত্র জানা নাই, চন্দ্রবংশীয় কুমার কখনও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না।"

এই কথা শুনিয়া বসুসেন লজ্জায় অধোমুখে রহিলেন। তখন দুর্য্যোধন দ্রোণকে কহিলেন, "হে আচার্য্য, শাস্ত্রে কহে, যিনি সৎকুলে উৎপন্ন ও বীর, তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করা যায়। তবুও অর্জ্জুন যদি রাজা ভিন্ন আর কাহারও সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এখনই বসুসেনকে অঙ্গদেশের রাজা করিতেছি।" এই বলিয়া দুর্য্যোধন বসুসেনকে সিংহাসনে বসাইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে অঙ্গদেশের রাজা করিলেন।

এই সময়ে সারথি অধিরথ হঠাৎ সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসুসেন পিতাকে দেখিবামাত্র

সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদধূলি লইলেন এবং অধিরথও তাঁহাকে পুত্র সম্ভাষণ করিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। ইহা দেখিয়া ভীম বসুসেনকে সারথিপুত্র মনে নিশ্চয় করিয়া সদর্পে ও ঘৃণার সহিত বলিতে লাগিলেন, "রে সারথিপুত্র, তুই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিস্? যা, এখনই গিয়া অশ্বের রজ্জু ধর্। ওরে নির্লজ্জ, সারথিকুলে জন্মিয়া রাজসিংহাসনে বসিলি? কুকুর হইয়া যজ্ঞের ঘৃত খাইতে আসলি? এখনই এই রাজসভা হইতে দূর হ।" ভীমের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে বসুসেনের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তখন দুর্য্যোধন ভীমকে কহিলেন, "হে ভীম, ইঁহার প্রতি এরূপ ভাষা ব্যবহার করা তোমার কখনই উচিত নয়। ক্ষত্রিয় বীর মাত্রেরই সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন। মুক্তা, নদী ও বীর ইঁহারা আপন আপন গুণের জন্যই সম্মান পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের কাহার কোথায় জন্ম হইয়াছে, কে তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া থাকে?" এই বলিয়া দুর্য্যোধন বসুসেনের হাত ধরিয়া সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর বসুসেন মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজয়

করিবেন, এই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল; দ্রোণ তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্র দেন নাই, এই জন্য তিনি মনে করিলেন, যেমন করিয়াই হউক, পরশুরামের নিকট সেই অস্ত্র লাভ করিবেন।

পরশুরাম ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কাহাকেও শিষ্য করেন না এবং সূতপুত্র জানিলে তিনি যে কখনই তাঁহাকে শিষ্য করিবেন না, বসুষেন তাহা জানিতেন। এইজন্য তিনি প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিয়া আপনাকে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

এক দিন বসুসেন ধনুর্ব্বাণ লইয়া আশ্রমের অনতিদূরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ অসাবধানতা বশতঃ তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর লাগিয়া এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হইল। তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই শাপ দিলেন, যে "তুমি সর্ব্বদা যাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাক, তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তোমার রথের চক্র মাটিতে পুতিয়া যাইবে।" বসুসেন এই শাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অনেক মিনতি করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না।

পরশুরামের নিকট থাকিয়া বসুসেন ক্রমে ব্রহ্মাস্ত্র ও

তাহার প্রয়োগ মন্ত্র শিক্ষা করিলেন। এক দিন তাঁহার গুরু পরশুরাম তাঁহার উরুতে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন। এমন সময়ে মাংসভোজী এক কীট আসিয়া বসুসেনের উরু ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। পাছে গুরুর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে বসুসেন সেই কীটকে দূরে ফেলিয়া দিতে বা তাহাকে মারিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সহিত কীটের দংশনের ভয়ানক যাতনা সহ্য করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে উরু হইতে প্রবলবেগে রক্তধারা বাহির হইয়া পরশুরামের শরীরে লাগাতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জাগিয়া দেখিলেন, যে রক্তে সে স্থান ও তাঁহাদের কাপড় একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বসুসেন সকল বৃত্তান্ত গুরুকে জানাইলেন।

কীট দংশনের কথা শুনিয়া পরশুরাম বুঝিলেন, বসুসেন যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় মিথ্যা; কারণ ব্রাহ্মণে এরূপ আশ্চর্য্য ধৈর্য্য কখনই থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনি বসুসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, আমার নিকট সত্য করিয়া বল।" বসুসেন করযোড়ে উত্তর করিলেন, "হে ভগবন্,

আমি ব্রাহ্মণ নহি। আমি সূতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, রাধা আমার জননী ও সূত অধিরথ আমার পিতা। আমি অস্ত্র শিক্ষার লোভে আপনার শিষ্য হইয়াছি এবং গুরু পিতার ন্যায়, এইজন্য ভৃগুকুলে উৎপন্ন বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছি।" পরশুরাম শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং ক্রোধভরে কহিলেন, "তুমি আমার নিকট মিথ্যা কহিয়াছ, এই অপরাধে ব্রহ্মাস্ত্র বিপদ কালে বা তোমার মৃত্যু সময়ে তোমার কার্য্যে লাগিবেনা। আর এই মহেন্দ্র পর্ব্বত মিথ্যাবাদীর বাসস্থান নহে, অতএব, তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে চলিয়া যাও।"

ইহার পর অনেক বৎসর চলিয়া গেল। বসুসেন বিবাহ করিয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। স্বার্থ সাধনের জন্য তিনি একবার মিথ্যা কহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বয়স যত বাড়িল, ততই তাঁহার অসাধারণ গুণ সকল প্রকাশ পাইল। তাঁহার মত পরোপকারী, দাতা ও ধার্ম্মিক আর কেহ ছিল না। তিনি প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের পূজা করিতেন এবং পূজা শেষ করিয়া উঠিলে যে যাহা চাহিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা দান করিতেন। যে স্বর্ণময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রসাদে

তিনি যুদ্ধে অজেয় হইয়াছিলেন, যতক্ষণ উহা তাঁহার শরীরে থাকিবে, ততক্ষণ কেহ তাঁহাকে জয় করিতে পারিবেনা, সূর্য্যদেবের নিকট হইতে তিনি এই বর পাইয়াছিলেন। যখন কুরু ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়, তখন বসুসেন কুরুদিগের পক্ষে থাকিয়া সহোদর ভ্রাতাদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করেন। এই জ্ঞাতিযুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডব পক্ষে ও সূর্য্যদেব বসুসেনের পক্ষে ছিলেন। ইন্দ্র দেখিলেন, কবচ ও কুণ্ডল থাকিতে অর্জ্জুন কখনই বসুসেনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন, যে বসুসেন যখন পূজা শেষ করিয়া উঠিবেন, তখন তাঁহার কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় চাহিয়া লইবেন। সূর্য্যদেব ইন্দ্রের এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া গভীর রাত্রিতে বসুসেনের নিকটে আসিয়া সকল কথা বলিয়া ইন্দ্রকে তাঁহার সহজ কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিলেন; কিন্তু উদার ও নিঃস্বার্থ হৃদয় বসুসেন আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সত্যভঙ্গ করিতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি সূর্য্যদেবকে যে সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় বিমুগ্ধ হয়। তিনি কহিলেন, "হে দেব,

যদি আমার প্রতি আপনার কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে আমাকে এই ব্রত হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন না। সকলেই জানে, যে আমি কখনও কোনও প্রার্থীকে বঞ্চিত করি না। পাণ্ডবেরা আমার পরম শত্রু এবং বর্ম্ম ও কুণ্ডল হারা হইলে যে অর্জ্জুন হস্তে আমায় নিশ্চয় মরিতে হইবে, তাহাও জানি, তথাপি যদি কল্য দেবরাজ আমার নিকট উহা চাহেন, তবে আমাকে তাহা অবশ্যই দিতে হইবে ; কারণ সত্যভ্রষ্ট হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সত্যপথে থাকিয়া মৃত্যু ভাল।”

পরদিন দেবরাজ ইন্দ্র বসুসেনের নিকট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা চাহিলেন। বসুসেন তৎক্ষণাৎ এক শাণিত ছুরিকা লইয়া তাঁহার সুবর্ণময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় শরীর হইতে কাটিয়া তুলিয়া তাহা ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখ কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না। বসুসেনের এই অসামান্য সত্যপরায়ণতা ও বদান্যতা দেখিয়া দেবতারা স্বর্গে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। দেবকন্যারা তাঁহার মস্তকে পারিজাত বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দেবতারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে কর্ণ ও বৈকর্ত্তন এই উপাধি দিলেন।

একলব্য।

একলব্য নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। হিরণ্যধনু চণ্ডালকুলে জন্মিয়াছিলেন ও তাঁহার রাজ্য বনের মধ্যে ছিল। একলব্য বাল্যকাল হইতে বনের মধ্যেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ধনুর্ব্বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত দ্রোণাচার্য্য কুরু ও পাণ্ডব কুমারগণের অস্ত্রবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালীর প্রশংসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; অনেক উচ্চবংশের রাজকুমার তাঁহার নিকট শিষ্য হইবার অধিকার পাইলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষাদান প্রণালীর প্রশংসা সুদূর বনের মধ্যে হিরণ্যধনুরও রাজ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। বালক একলব্য তাহা শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, যেমন করিয়াই হউক দ্রোণাচার্য্যের নিকট গিয়া ক্ষত্রিয়ের অদ্ভুত যুদ্ধ কৌশল শিখিবেন।

এক দিন একলব্য দ্রোণের শিষ্য হইবার আশায় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া হস্তিনাপুরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, মহর্ষি অগ্নিবেশ ও জগদ্বিখ্যাত পরশুরামের শিষ্য এবং দেবাংশে উৎপন্ন পাণ্ডব ও বিখ্যাত কুরুকুমারগণের গুরু। কুলের মর্য্যাদা, বিদ্যার অহঙ্কার এবং মানের গৌরবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল; সুতরাং হীনকুলে উৎপন্ন একলব্যকে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন না। সাহঙ্কারে কহিলেন, "কি! চণ্ডালপুত্র হইয়া দেবাংশে উৎপন্ন অর্জ্জুন প্রভৃতির সহিত সমান শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছ? যে শিক্ষা অনেক সাধনায় মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকটে পাইয়াছি, যে উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র ও তাহার ব্যবহার প্রণালী কঠিন তপস্যায় জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের নিকট লাভ করিয়াছি, তাহা অস্পৃশ্য ব্যাধপুত্রকে দিব? দূর হও, নিষাদবংশে জন্মিয়া ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা করিয়া ধনুর্ব্বেদের অপমান করিওনা।"

একলব্য অনেক আশা করিয়া বহু দূর হইতে বিদ্যার্থী হইয়া দ্রোণের চরণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি অন্তরে যে প্রিয় আশা ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে দ্রোণের ঘৃণার তলে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। দ্রোণ

একলব্যের প্রাণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানের প্রতি তাঁহার গভীর একাগ্র অনুরাগ এবং তাহা লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক যত্ন, এ সকল কিছুই দেখিলেন না; তিনি কেবল তাহার কুল দেখিলেন। মহৎ লক্ষ্য, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, ইহারই গুণে নীচ বংশে জন্মিয়াও যে মানুষ উচ্চ হইয়া উঠে, জাত্যাভিমানী দ্রোণ তাহা বুঝিলেন না।

একলব্য নিরাশ হইয়াও ভগ্নোদ্যম হইলেন না। দূর হইতে দ্রোণের প্রতি যে গভীর অনুরাগ ও ভক্তি পোষণ করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্য হইতে আসিয়াছিলেন, গুরুর কঠোর নির্ম্মম আচরণে তাঁহার সে অনুরাগ দূর হইল না। তিনি চক্ষুর জল মুছিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাঁহাকে গুরুর উচ্চ আসনে হৃদয়ে এত দিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, স্বহস্তে প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিবেন এবং কঠিন তপস্যাবলে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য দেবাংশে উৎপন্ন অর্জ্জুনের সমকক্ষ হইবেন।

অনেক বৎসর চলিয়া গেল। হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ গভীর অরণ্যে একলব্য একা। যাহা শিখিবেন বলিয়া পিতার রাজ্য, মাতার স্নেহ, ভাইভগিনীর ভালবাসা,

সুখের গৃহ এবং সর্ব্বোপরি ক্ষত্রকুমারগণের শিক্ষাস্থান প্রিয় হস্তিনা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, দিবারাত্রি তাহার সাধনায় তিনি নিযুক্ত রহিলেন। ক্ষুধা পাইলে বনের ফল খান, আর তৃষ্ণা পাইলে নির্ঝরের নিকট গিয়া পিপাসা দূর করেন, তাহা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা বা অন্য কার্য্য নাই। দ্রোণের মৃত্তিকাময়ী প্রতিমূর্ত্তির নিকট বিবিধ অস্ত্রের নিক্ষেপকৌশল অভ্যাস করেন, আর মনে করেন, দ্রোণ যেন স্বয়ং হস্তভঙ্গী করিয়া তাঁহাকে শরক্ষেপ কৌশল শিক্ষা করাইতেছেন। বৃক্ষলতা নীরবে দাঁড়াইয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশে একলব্যের অপরিসীম ধৈর্য্য ও একাগ্র অভ্যাস দর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে সাধনবলে একলব্যের সমগ্র ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত হইল। কৃষ্ণচর্ম্মাবৃত মলিন দেহ অভ্যাসবলে তৃণের ন্যায় লঘু ও বজ্রের মত দৃঢ় হইল।

এক দিন কুরু ও পাণ্ডবকুমারগণ মৃগয়া করিতে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের এক শিকারী কুকুর মৃগের অন্বেষণে যে স্থানে একলব্য বসিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং একলব্যের বন্যবেশ দেখিয়া ভীত হইয়া

চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাহার মুখ লক্ষ্য করিয়া একত্রে সাতটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন; কুকুর বাণবিদ্ধ মুখে আপন প্রভুদের নিকটে ফিরিয়া আসিল।

অর্জ্জুন প্রভৃতি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, যে কুকুরের মুখে সাতটী লঘু শর বিদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহার বলে কুকুরের চীৎকার করিবার শক্তি নাই। পাণ্ডবেরা কে কুকুরকে শর বিদ্ধ করিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, নির্জ্জন বনে দ্রোণের এক বৃহৎ মূর্ত্তি স্থাপিত, তাহার সম্মুখে নানা আকৃতির বিবিধ অস্ত্র রহিয়াছে এবং তথায় জটাধারী বিকৃত বেশ এক পুরুষ অনবরত শর বর্ষণ করিতেছে। শিষ্যদের মুখে এই অদ্ভুত পুরুষের কথা শুনিয়া ক্রমে দ্রোণ তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একলব্য তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ভগবন্, আমি ব্যাধপুত্র একলব্য। বহু বর্ষ পূর্ব্বে শিষ্য হইবার দুরাশায় আপনার চরণে উপনীত হইয়াছিলাম, কিন্তু নীচকুলজাত বলিয়া আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। আমি তদবধি তপস্যাবলে আপনাকে এই মূর্ত্তি মধ্যে আনিয়া আপনার নিকট ধনুর্ব্বেদ

শিক্ষা করিতেছি। অদ্য আপনাকে সশিষ্য এস্থানে দেখিয়া ধন্য হইলাম।" দ্রোণ মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে ধনুর্ব্বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিবেন, কিন্তু এখন দেখিলেন, ব্যাধপুত্র তাঁহার নিকট শিক্ষা না পাইয়াও ইহারই মধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা অস্ত্রক্ষেপ কৌশলে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। একলব্যের শ্রেষ্ঠতা পক্ষপাতী দ্রোণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সহাস্য বদনে কহিলেন, "ব্যাধপুত্র, তোমার অস্ত্রক্ষেপ নৈপুণ্য দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। তুমি আমাকে তোমার গুরু বলিতেছ, তবে আমায় দক্ষিণা দাও।" একলব্য বিনম্র বদনে কহিলেন, "গুরুদেব, আদেশ করুন, এ দাস প্রস্তুত।" তখন নিষ্ঠুর দ্রোণ অম্লান বদনে কহিলেন, "একলব্য, তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলি তবে আমায় দাও।" দ্রোণের কথায় একলব্য মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া শাণিত তরবারীর আঘাতে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া দ্রোণের চরণে অর্পণ করিলেন।

কচ ও দেবযানী।

এক বার দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। বৃহস্পতি দেবতাদের ও শুক্রাচার্য্য অসুরদের গুরু ছিলেন। অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন, তাহার বলে তিনি মৃত মানুষ আবার বাঁচাইতে পারিতেন। দেবতারা যুদ্ধে যে সকল অসুর মারিতেন, তিনি তাহাদিগকে পুনরায় প্রাণদান করিতেন; তাহারা বাঁচিয়া উঠিয়া আবার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিত। বৃহস্পতি সঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন না, সুতরাং দেবপক্ষে যাহারা মরিত, তাহাদিগকে তিনি জীবন দান করিতে পারিতেন না। দেবতারা এই ব্যাপার দেখিয়া বৃহস্পতির পুত্র কচকে কহিলেন, "তুমি শুক্রাচার্য্যের নিকট গিয়া যেরূপে পার, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়া আইস।" কচ এই আদেশ পাইয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট গিয়া কহিলেন, "ভগবন্, আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ। আমি আপনার শিষ্য হইতে আসিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শিষ্য করিয়া লউন।" শুক্রাচার্য্য কহিলেন, "হে কচ,

তোমার পিতা বৃহস্পতি অতি পূজনীয় ব্যক্তি, আমি তোমাকে আমার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলাম।"

কচ শুক্রাচার্য্যকে গুরু পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং কিরূপে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়া দেবতাদিগকে মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবযানী নামে শুক্রাচার্য্যের এক কন্যা ছিলেন। শুক্রচার্য্য তাঁহাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। কচ সর্ব্বদা শুক্রাচার্য্য ও দেবযানীকে প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি গুরুর আদেশে তাঁহার গাভীদল মাঠে চরাইতে লইয়া যাইতেন, গভীর অরণ্যে গিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, কুস কাটিয়া আনিতেন, দেবযানীর জন্য বনে গিয়া ফুল তুলিতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নৃত্য গীত করিয়া ও বীণা বাজাইয়া গুরুকন্যার সন্তোষ সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে কিছু দিন গত হইল। কচ কি উদ্দেশ্যে শুক্রাচার্য্যের নিকট আসিয়াছেন, অসুরেরা ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিল। এক দিন কচ গুরুর গাভীদল লইয়া মাঠে গিয়াছিলেন; দ্বিপ্রহর রৌদ্রে বনে বনে ঘুরিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে করিতে তিনি অত্যন্ত

ক্লান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষের মূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অসুরেরা সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া নিদ্রিত কচকে বধ করিল এবং তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতিকে খাইতে দিল।

সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে গাভীরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু কচ আর ফিরিলেননা। দেবযানী গাভীদলের পশ্চাতে কচকে আসিতে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ব্যস্ত হইয়া পিতাকে গিয়া বলিলেন, "পিতঃ, গাভীরা সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের রক্ষক কচকে দেখিতেছিনা। ইহাতেই বোধ হয়, কেহ তাহাকে বধ করিয়াছে। আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি, যে কচকে না পাইলে আমি বাঁচিতে পারিবনা।" শুক্রাচার্য্য কহিলেন, "তুমি চিন্তা করিওনা, আমি কচকে এখনই বাঁচাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করিবামাত্র কচ শৃগাল কুক্কুরের উদর বিদীর্ণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কচ, তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?" কচ কহিলেন, "আমি বনে কাঠ আনিতে গিয়াছিলাম।

কাঠের ভারে ক্লান্ত হইয়া এক বটমূলে বিশ্রাম করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন সময়ে অসুরেরা আমায় বধ করিয়া শৃগাল কুকুরকে খাইতে দিল। এখন তোমার পিতার মন্ত্রবলে জীবন পাইয়া আসিতেছি।”

আর এক দিন কচ দেবযানীর জন্য বনে ফুল আনিতে গিয়াছিলেন। অসুরেরা তাঁহাকে একাকী পাইয়া বধ করিল এবং তাঁহার শরীর চূর্ণ করিয়া সমুদ্রের তরঙ্গে ফেলিয়া দিল। দেবযানী কচ আসিতেছেন না বলিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়াতে শুক্রাচার্য্য আবার তাঁহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। তৃতীয় বারে অসুরেরা কচকে চূর্ণ করিয়া শুক্রাচার্য্যের পানীয় সুরার সহিত মিশাইয়া দিল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তথাপি কচ আসিতেছেননা দেখিয়া দেবযানী আকুল হইয়া পড়িলেন এবং কচকে আবার বাঁচাইয়া দিবার জন্য পিতার নিকট অনুনয় করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য তখন দেবযানীকে কহিলেন, “বৎসে, আর কচকে বার বার জীবনদান করা বৃথা বোধ হইতেছে, কারণ অসুরেরা সুযোগ পাইলেই আবার তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। তুমি তাহার জন্য এত ব্যাকুল হইওনা; সামান্য এক জন মানুষের জন্য এত

অধীর হওয়া তোমার মত বালিকার পক্ষে শোভা পায় না।" শুক্রাচার্য্য দেবযানীকে অনেক বুঝাইলেও দেবযানী প্রবোধ মানিলেননা। তিনি কহিলেন, "মহর্ষি অঙ্গিরা যাঁহার পিতামহ, দেবগুরু বৃহস্পতি যাহার পিতা, যিনি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্ব্বগুণে গুণবান, যিনি গুরুর প্রিয় সাধনের জন্য বার বার মরিতেও ভীত নহেন, তাঁহার জন্য শোক করিবনা কেন? কচ আমার অতিশয় প্রিয়; তাহার বিহনে আমার বাঁচিবার প্রয়োজন দেখিনা।" শুক্রাচার্য্য তখন নিরুপায় হইয়া মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কচকে ডাকিতে লাগিলেন; কচ গুরুর উদর হইতে ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কচ, তুমি কিরূপে আমার উদরে প্রবিষ্ট হইলে?" কচ তখন তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। আপনার সুরাপানের অভ্যাসদোষে কচের এমন বিপদ ঘটিল দেখিয়া শুক্রাচার্য্য বড় অনুতপ্ত হইলেন; তিনি বিরক্ত হইয়া এই নিয়ম করিলেন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া সুরাপান করিবে, তাহার আর ব্রাহ্মণত্ব থাকিবেনা। পরে শুক্রাচার্য্য দেবযানীকে কহিলেন, "বৎসে, কচকে জীবনদান করা অসম্ভব। কারণ সে আমার উদরে রহিয়াছে, আমাকে না কাটিলে

তাহার বাহির হইবার আর উপায় নাই।" দেবযানী কহিলেন, "পিতঃ, কচের বিনাশ ও আপনার বিয়োগ উভয়ই আমার পক্ষে সমান ক্লেশকর, কচ ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারিনা, আর আপনাকে হারাইয়াই বা কিরূপে জীবন ধারণ করিব?" তখন শুক্রাচার্য্য কচকে কহিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিব। তুমি আমার উদর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া মন্ত্রবলে আমাকে আবার বাঁচাইবে, ইহা ভিন্ন তোমার প্রাণ রক্ষার আর উপায় নাই।" এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কতকক্ষণ পরে তাঁহার সেই মন্ত্রটী অভ্যাস হইল; তাহার পর তিনি দেবযানীর সাহায্যে গুরুর উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইলেন এবং অভ্যস্ত মন্ত্রবলে গুরুদেবকে জীবন দান করিলেন।

দেবযানী কচকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন, সুতরাং কচ বিদ্যা সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে. তিনি কচ ভিন্ন জীবন ধারণ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু নিষ্ঠাবান কচ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেননা। তিনি কহিলেন, "হে দেবযানী, তুমি যেমন আমাকে অকৃত্রিম

প্রীতি কর, আমিও তোমাকে সেইরূপ ভালবাসি। গুরু শুক্রাচার্য্য আমার জ্ঞানদাতা, বিশেষতঃ আমি তাঁহার উদরে বাস করিয়াছি, সুতরাং তুমি আমার সহোদরা ভগিনী; তোমাকে আমি সেই ভাবেই চিরদিন দেখিব, অতএব তোমার আমার অপর কোন সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব।” দেবযানী কচকে কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে এই কহিলেন, “কচ, তুমি আমায় যেমন প্রত্যাখ্যান করিলে, অতএব, আমি তোমায় এই শাপ দিতেছি, বার বার মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়া যে বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছ, তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র তোমার কোন কাজে আসিবে না।” কচ কহিলেন, “আমি তোমার কোন দোষ দেখিয়া যে তোমায় বিবাহ করিতে চাহিতেছি না, তাহা নহে, তুমি আমার গুরু কন্যা, তোমায় বিবাহ করিলে আমায় অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে, এই ভয়েই আমি অসম্মত হইতেছি। এই জন্য তুমি আমায় শাপ দিয়া আমার প্রতি অন্যায় করিয়াছ; সুতরাং আমিও তোমায় প্রতিশাপ দিতেছি, যে কোন ঋষিকুমারের সহিত তোমার বিবাহ হইবে না। আর তুমি আমায় শাপ দিয়াছ যে আমার অধীত বিদ্যা কাজে লাগিবে না, কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা

প্রদান করিব, সে কৃতকার্য্য হইবে।" এই বলিয়া কচ দুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী।

একদা অসুররাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সহচরী লইয়া কমলপরিপূর্ণা নির্ম্মলসলিলা দীর্ঘিকায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যাও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সকলে সোপানের উপর আপন আপন বস্ত্রাদি রাখিয়া জলে অবতরণ করিয়া প্রফুল্লমনে সন্তরণ ও অবগাহন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রবল বাতাস আসিয়া সকলের বস্ত্রাদি একত্র করিয়া দিল। শর্ম্মিষ্ঠা সকলের অগ্রে স্নান শেষ করিয়া ঘাটে উঠিলেন ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিলেন। দেবযানী স্নান করিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, যে শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহার কাপড় পরিয়াছেন, তখন আর তাঁহার রাগের সীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা রাজকুমারী বলিয়াই অহঙ্কার করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অপমান

করিয়াছেন। এই সামান্য অপরাধ ধরিয়া কোপনস্বভাবা দেবযানী সহস্র দাসীর সম্মুখে শর্ম্মিষ্ঠাকে যথাইচ্ছা তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা অকারণে তিরস্কৃত হইয়া অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিকটবর্ত্তী এক জলশূন্য কূপে দেবযানীকে ফেলিয়া দিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অপমানিতা দেবযানী এইরূপে কূপে পরিত্যক্তা হইয়া বহুক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ঘটনাক্রমে নহুষরাজার পুত্র যুবরাজ যযাতি মৃগের অন্বেষণে তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপান করিতে সেই কূপের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি কূপের মধ্যে এক রূপবতী কন্যা রোদন করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে তথা হইতে উঠাইয়া আপনার রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে যে অপমান করিয়াছিলেন, দেবযানী তাহা ভুলিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁহার পিতার মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলেই অসুরকুলের সমুদয় সুখ ও সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, এইজন্য স্থির করিলেন, পিতার সহায়তায় শর্ম্মিষ্ঠার সমুদয় দর্প চূর্ণ করিবেন।

দেবযানী পিতার নিকট গিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকৃত সমুদয়

অপমানের কথা বলিয়া বলিলেন, "পিতঃ, শর্ম্মিষ্ঠা যদি তাহার উপযুক্ত দণ্ড না পায়, তবে আমি এদেশে কখনই থাকিব না।"

শুক্রাচার্য্য কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন, "বৎসে দেবযানী, তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ, সেই ব্রাহ্মণকুলের ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম। অতএব শর্ম্মিষ্ঠা যাহা করিয়াছেন, তুমি তাহা মনে করিয়া ক্লেশ পাইও না। যে ব্যক্তি পরের তিরস্কার বাক্য ক্ষমা করিয়া থাকেন, জগতের লোক তাঁহারই অধীন হইয়া থাকে। লোকে অশ্বচালককে সারথি বলে, কিন্তু যিনি দুরন্ত ক্রোধকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বশে আনিতে পারেন, সাধুরা তাঁহাকেই সারথি বলিয়া থাকেন। সর্প যেমন ত্বক্ ত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি ক্রোধ ত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সাধু বলিয়া থাকেন। তোমার পিতা কাহারও স্তাবক নহেন, বরং অন্যেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। মহারাজ বৃষপর্ব্বা প্রভৃতি সকলেই জানেন, যে ঈশ্বরই আমার বল। অতএব তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর।"

দেবযানী উত্তর করিলেন, "পিতঃ, আমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছি। যেস্থানে বাস করিলে চরিত্র, বিদ্যা ও

কুলের গৌরব রক্ষা পায়, সেই স্থানেই বাস করা উচিত। যাহারা বিদ্যা বা চরিত্র অপেক্ষা ধনের গৌরব অধিক করে, সেই সকল নীচমনা লোকের সহিত বাস করা কখনই উচিত নহে। আমি ক্রোধ ও ক্ষমা এই উভয়েরই শক্তি জানি, কিন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়াও অশিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহাকে ক্ষমা করা কখনই উচিত নহে। এই জন্য এই সদাচারহীন দেশে বাস করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

শুক্রাচার্য্য চিরদিন কন্যার উপদেশ মত চলিয়া আসিয়াছেন, অযথা আদর পাইলে যাহা হয়, দেবযানীরও তাহাই হইয়াছিল। তিনি যখন যাহা ধরিতেন, অন্যায় হইলেও তাহা ছাড়িতেন না।

শুক্রাচার্য্য অগত্যা রাজার নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়া বলিলেন, "রাজন্, যেরূপে হউক, দেবযানীকে প্রসন্ন করুন, সে শান্ত না হইলে আমার পক্ষে আপনার রাজ্যে থাকা অসম্ভব।"

শুক্রাচার্য্যের কথা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা কহিলেন, "হে ভার্গব, আমি আপনার প্রতি কখনই ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করি নাই, অতএব আপনি ক্রোধত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি আমাদিগকে ত্যাগ

করিয়া অন্যত্র গমন করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে সন্দেহ নাই, কারণ অসুর কুলের শ্রী ও সৌভাগ্য আপনা হইতেই।"

শুক্রাচার্য্য দেবযানীর নিকটে গিয়া বৃষপর্ব্বার অনুরোধ জানাইলে, দেবযানী কহিলেন "শর্ম্মিষ্ঠা, যদি তাহাঁর সহস্র দাসী লইয়া আমার আনুগত্য স্বীকার করে, তবেই আমি প্রসন্ন হইব এবং আমি যখন বিবাহের পরে পতিগৃহে গমন করিব, তখনও তাহাকে তথায় যাইতে হইবে।"

বৃষপর্ব্বা দেবযানীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমার দোষে দেবযানী তাঁহার পিতাকে লইয়া আমাদের রাজ্যত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তিনি যে আদেশ করেন, তুমি তাহা করিয়া স্বজাতির কল্যাণ সাধন কর।"

শর্ম্মিষ্ঠা সমুদয় কথা শুনিয়া কহিলেন, "পিতার, আদেশ আমার শিরোধার্য্য। দেবযানী আমাকে যখন যে আদেশ করিবেন, বিচার না করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তাহা করিব। আমার দোষে শুক্রাচার্য্য ও দেবযানী পিতার রাজ্য ত্যাগ করিবেন, ইহা কখনই হইবে না।" এই বলিয়া তিনি

সহস্র দাসী লইয়া শিবিকারোহণে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া দেবযানীর নিকটে গিয়া কহিলেন, "দেবযানি, আমি তোমার দাসীত্ব স্বীকার করিলাম।"

তখন দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার বিনীত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বৃষপর্ব্বার রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

রুরু ও প্রমদ্বরা।

মানুষ যখন অপরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, সে ছবি দেখিতে আমরা সকলেই ভালবাসি, আবার মানুষ যখন ভালবাসার পাত্রের জন্য আপনার সকল সুখ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত হয়, তখন সে দৃশ্য আমাদিগকে আরও মুগ্ধ করে. কারণ অপরকে ভালবাসিয়া তাহার জন্য প্রাণ দেওয়া স্বর্গীয় ভাব; সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ ও সুখের ইচ্ছা ছাড়িতে না পারিলে মানুষ এতদূর উচ্চ হইতে পারে না।

প্রমদ্বরা অপ্সরা মেনকার কন্যা। মেনকা জন্মগ্রহণ মাত্র কন্যাকে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমের নিকট এক বনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করে। ঘটনাক্রমে মহর্ষি স্থূলকেশ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন,

বনের মধ্যে নবজাত শিশুর অস্ফুট ক্ষীণ ক্রন্দন শুনিয়া তিনি সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বনের মধ্যে শুষ্ক পত্রে আচ্ছন্ন এক অতি সুন্দরী কন্যা ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। মহর্ষি স্থূলকেশ অবিবাহিত পুরুষ, সংসারে তাঁহার আপনার বলিবার কেহ ছিলনা, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত লইয়া তিনি বহু দিন এই বনে তপস্যায় কাটাইয়াছেন। এই নির্জ্জন বনে ক্ষুধিত হিংস্র জন্তুর বাসস্থানে এইরূপ অসহায় অবস্থায় শিশুকে পতিত দেখিয়া তাঁহার মনে অসীম স্নেহের উদয় হইল। তিনি সস্নেহে শিশুকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্নে পালন করিতে লাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বনে পরিত্যক্তা কুমারীর অপূর্ব্ব রূপ ও গুণ প্রকাশ পাইল। মহর্ষি স্থূলকেশ তাহাকে পাইয়া আপনাকে বিলক্ষণ সুখী বোধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিরানন্দ আশ্রমভূমিতে যেন হঠাৎ দিব্য আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। তিনি উহাকে রূপ, গুণ সকল বিষয়েই অপর মুনি কন্যাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেখিয়া উহার নাম প্রমদ্বরা অর্থাৎ নারীশ্রেষ্ঠা রাখিলেন।

প্রমতি মুনির পুত্র রুরু মধ্যে মধ্যে স্থূলকেশের আশ্রমে আসিতেন। তিনি প্রমদ্বারার রূপ, ততোধিক তাহার বিনম্র মধুর ব্যবহার ও হৃদয়ের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। প্রমতি মহর্ষি স্থূলকেশের নিকট গিয়া পুত্রের জন্য প্রমদ্বরাকে প্রার্থনা করিলে তিনি আনন্দে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

রুরু ও প্রমদ্বরার বিবাহের শুভদিন স্থির হইল। এই সময়ে প্রমদ্বরা এক দিন সখীদের সঙ্গে বনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কোথা হইতে কালসর্প আসিয়া তাঁহাকে দংশন করিল। যাতনায় অস্থির হইয়া বালিকা ভূমিতে পতিত হইলেন। সখীদিগের চীৎকারে মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রমদ্বরাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণ পশ্চিম আকাশে সূর্য্যের শেষ জ্যোতির ন্যায় মিলাইয়া গেল। রুরু এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ঘোর বনে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

মৃগপক্ষিকুল রুরুর হৃদয়ভেদী বিলাপে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শান্ত বন রুরুর করুণ রোদনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রুরু রোদন করিতে করিতে দেবতার উদ্দেশে বার বার বলিতে লাগিলেন, "যদি আমি জন্মাবধি সত্যের অনুসরণ করিয়া থাকি, যদি আমি নিষ্ঠা সহকারে এত দিন দেবপূজা করিয়া থাকি, যদি আমি কখনও অন্তরে অপবিত্র ভাব পোষণ না করিয়া থাকি, যদি আমি কায়মনোবাক্যে গুরুজনের সেবা করিয়া থাকি, যদি আমি সৎপাত্রে দান করিয়া থাকি, তবে তাহার বলে প্রমদ্বরা আবার জীবিত হউক। যদি আমি আত্মনিগ্রহ ও ব্রতপরায়ণতা দ্বারা ধর্ম্মের অনুগত হইয়া থাকি, তবে তাহার বলে প্রমদ্বরা প্রেতপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার জীবন উজ্জ্বল করুক।"

রুরু অনাহারে অনিদ্রায় ভূমিতে পড়িয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে দয়া পরবশ হইয়া এক দেব দুত বনভূমি আলোকিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ভূপতিত রুরুকে হস্তে ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন, "হে ঋষিকুমার, তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব;

কেহ কখনও মরিয়া পুনরায় জীবিত হয় নাই। সেই অজ্ঞাত দেশ হইতে কে কবে ফিরিয়া আসিয়াছে?" রুরু কোনও রূপে শান্ত হইলেন না দেখিয়া, দেব দূত আবার কহিলেন, "এক উপায় আছে, তাহাতে তুমি আবার প্রমদ্বরাকে ফিরিয়া পাইতে পার। তুমি যদি তোমার পরমায়ুর অর্দ্ধেক দাও, তবে সেই আয়ু লইয়া ধর্ম্মরাজের বরে প্রমদ্বরা আবার জীবিত হইতে পারে।" রুরু উল্লাসে কহিলেন, "তবে তাহাই হউক। আপনি এই আমার পরমায়ু লউন, ইহার বলে প্রমদ্বরা আবার ফিরিয়া আসুন।"

মহাভারতে উক্ত আছে, যে রুরু আপনার অর্দ্ধ আয়ু প্রদান করিলে পর যমরাজ তাহা লইয়া প্রমদ্বরাকে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। এইরূপ অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভালবাসার গুণে রুরু প্রমদ্বরাকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

সাবিত্রী।

মদ্রদেশে অশ্বপতি নামক এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার অনেক দিন অবধি কোন সন্তান ছিলনা। সন্তান পাইবার আশায় অনেক কঠিন তপস্যার পর তাঁহার এক

পরমা সুন্দরী কন্যা হইল। সাবিত্রী দেবীর বরে পাইলেন বলিয়া, রাজা কৃতজ্ঞচিত্তে কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিলেন।

সাবিত্রী অল্পবয়সেই প্রকৃতির মধুরতা, ধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও গুরুসেবা গুণে সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার লজ্জাশীল, বিনম্র মুখে এমন অদ্ভুত পবিত্রতার তেজ প্রকাশ পাইত, যে সকলেই তাঁহার নিকট সম্ভ্রমে নত হইয়া থাকিত। কোন রাজকুমারই তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সাহস পাইতেননা।

এক দিন প্রভাত কালে স্নানান্তে ধৌত বস্ত্র পরিধান ও দেবপূজা শেষ করিয়া সাবিত্রী ভক্তিনম্র চিত্তে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন; পিতার চরণ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন। সাবিত্রীর সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, ভক্তিভরে নম্র ও পবিত্রতার জ্যোতিঃপূর্ণ মুখ দেখিয়া অশ্বপতি মুগ্ধ নয়নে অনেকক্ষণ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "বৎসে, সাবিত্রী, অনেক তপস্যা করিয়া সাবিত্রীদেবীর বরে তোমাকে পাইয়াছি। তুমি তোমার চরিত্রের সৌন্দর্য্যে সকলকেই সুখী ও উন্নত করিয়াছ। তোমাকে পাইয়া আমার তপস্যা সার্থক ও কুল উজ্জ্বল হইয়াছে।

এখন তোমাকে উপযুক্ত সৎপাত্রে বিবাহ দিলে সুখী হই ; কিন্তু তোমার আশ্চর্য্য তেজ দেখিয়া কোন রাজপুত্রই তোমার নিকট আসিতে সাহস করেনা, এই জন্য আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি তোমার অনুরূপ পতি অন্বেষণ কর। যে ব্যক্তি তোমার মনোনীত হইবে, আমাকে আসিয়া তাহার নাম কহিও, আমি বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব।" সাবিত্রী পিতার এই আদেশ পাইয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীগণের সহিত ঋষিগণের তপোবন ও তীর্থস্থান ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলেন।

এইরূপে অনেক দিন চলিয়া গেল। এক দিন অশ্বপতি সভায় বসিয়া দেবর্ষি নারদের সহিত কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতা ও নারদের চরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, অশ্বপতি জিজ্ঞসা করিলেন, "বৎসে, তুমি কাহাকে মনোনীত করিয়াছ বল।" সাবিত্রী লজ্জানত শিরে বিনয়মধুর বাক্যে কহিলেন, "পিতঃ, শালদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক রাজা ছিলেন, হঠাৎ চক্ষুরোগ উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুই চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার এক মাত্র সন্তান সত্যবান তখন শিশু ছিলেন, শত্রুগণ এই অবসর পাইয়া দ্যুমৎসেনের রাজ্য

হরণ করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেয়। সেই অবধি তিনি বনে আসিয়া ঋষিগণের মধ্যে ঋষির পবিত্র জীবন অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান রাজকুলে উৎপন্ন ও রাজভবনে পালিত হইয়া ঋষিকুমারের ন্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি মনোনীত করিয়াছি।”

নারদ রাজকুমারীর শেষ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, “হে রাজন্, তোমার কন্যা গুণবান সত্যবানকে মনোনীত করিয়া চিরদুঃখের অগ্নিতে আপনাকে অর্পণ করিতে যাইতেছে। তোমাকে নিষেধ করি, এই সত্যবানকে কখনই কন্যা দান করিওনা। সত্যবানের পিতা মাতা অত্যন্ত সত্যপরায়ণ, ইহারই জন্য ঋষিগণ উহার নাম সত্যবান রাখিয়াছেন।” রাজা কহিলেন, “দেবর্ষে, সত্যবান ধীর, বুদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, দাতা, ধার্ম্মিক ও উদার ত? তিনি অন্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার সেবা করিয়া থাকেন ত?” নারদ কহিলেন, “সত্যবান অক্ষম বৃদ্ধ পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত; তাঁহার মত সত্যবাদী, দয়ালু, সংযত, বন্ধুজনের হিতকারী, যুবা, অধিক দেখা যায়না, ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে এই কথা বলিয়া থাকেন।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে

কি কারণে সত্যবান আমার কন্যার অনুরূপ নহেন ?” নারদ উত্তর করিলেন, "সত্যবানের সর্ব্বগুণ থাকিতেও এক দোষ তাহার সকল গুণ নষ্ট করিয়াছে। সত্যবান অল্পায়ু; আজ হইতে ঠিক এক বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে।”

অশ্বপতি এই কথা শুনিয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, “বৎসে, নারদ যাহা কহিলেন, তুমি তাহা শুনিলে। তুমি আয়ুহীন রাজপুত্রকে বিবাহ করিয়া অকাল বৈধব্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিওনা। তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমাকে চিরজীবন দুঃখে বাস করিতে দেখিয়া আমি কিরূপে প্রাণে বাঁচিব ? অতএব, তুমি অন্য রাজকুমারকে মনোনীত কর।”

সাবিত্রী উত্তর করিলেন, “পিতঃ, যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু হউন, আমি তাঁহাকেই বিবাহ করিব। কার্য্য প্রথমে মনে কল্পনা, পরে বাক্যে বলা ও অবশেষে কার্য্যে করা হইয়া থাকে। এই জন্য মনে মনে বিবাহ করিব, স্থির করাতেই আমার তাঁহাকে বিবাহ করা হইয়াছে; এখন আর কাহাকেও বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।”

অশ্বপতি কন্যার প্রকৃতি জানিতেন; তিনি বুঝিলেন,

সাবিত্রী কখনই অপর কোন রাজপুত্রকে বিবাহ করিবেননা; সুতরাং তিনি শুভ দিন স্থির করিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। সাবিত্রী বিবাহের পর শরীর হইতে সমুদয় রত্ন ও অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া মুনিকন্যাদের মত বল্কল পরিধান করিলেন এবং বিনয় ও সেবাগুণে আশ্রমবাসিদের সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রিয় ও মিষ্ট ব্যবহারে শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত সুখী হইলেন। ক্রমে নারদ যে দিন সত্যবানের মৃত্যু হইবে সাবিত্রীকে কহিয়াছিলেন, সে দিন নিকটবর্ত্তী হইল। সত্যবানের জীবনের তিন দিন বাকি থাকিতে সাবিত্রী কঠিন উপবাস ব্রত লইয়া দিবা রাত্রি জাগিয়া মনে মনে দেবতার নিকট সত্যবানের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি কারণে এই ব্রত করিতেছেন, তাহা কাহাকেও জানাইলেননা। ক্রমে সত্যবানের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। সত্যবান প্রতিদিনের মত কুঠার লইয়া শুষ্ক কাষ্ঠ আনিতে বনে চলিলেন। সাবিত্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে গিয়া কহিলেন, "প্রায় এক বৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বাহির হই নাই। আজ ফল ফুলে পূর্ণ বনভূমি দেখিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে, আপনারা আমাকে বনে যাইতে অনুমতি

করুন।" দ্যুমৎসেন কহিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক। তুমি আমার পুত্রবধূ হইয়া অবধি আমার নিকট কিছুই চাহ নাই, সুতরাং আমি প্রসন্ন মনে অনুমতি করিতেছি, তুমি ফল পুষ্পে সুন্দর বন দেখিয়া আনন্দ লাভ কর।" শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া সাবিত্রী গভীর বনে যাত্রা করিলেন। সত্যবান পথে যাইতে যাইতে সাবিত্রীকে সুন্দর বন, ফল ফুলে পূর্ণ কত সতেজ বৃক্ষ লতা, নির্ম্মল জলপূর্ণা কত ক্ষুদ্র নদী, সুন্দর সুন্দর কত পক্ষী দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু নারদের কথা মনে করিয়া সাবিত্রীর মন এমন দুঃখে পূর্ণ ছিল, যে চারিদিকে সহাস্যমুখে দৃষ্টিপাত করিয়াও তিনি সে সকল সুন্দর দৃশ্যের কিছুই দেখিতে পাইলেননা।

সত্যবান বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক ফল সংগ্রহ করিলেন, পরে কুঠার হস্তে গাছে উঠিয়া শুষ্ক কাঠ কাটিতে লাগিলেন। কাঠ কাটিতে কাটিতে তাঁহার অত্যন্ত পরিশ্রম ও মস্তকে ভয়ানক বেদনা জন্মিল। তিনি বেদনায় কাতর হইয়া বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, "আমি হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি, আর এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছিনা, আমার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে।" সাবিত্রী

সত্যবানকে শুষ্ক পত্রের উপর শয়ন করাইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিলনা, যে সত্যবানের শেষ সময় উপস্থিত। ক্রমে নির্জ্জন বন অন্ধকার হইয়া আসিল, পাখীরা বাসায় গিয়া আশ্রয় লইল, কৃষ্ণপক্ষের আকাশে অনেক নক্ষত্র দেখা দিল, হিংস্র জন্তুর চীৎকারে বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সাবিত্রী সত্যবানকে লইয়া সেই ঘোর বনে একা বসিয়া রহিলেন।

তখন সেই দুর্গম বনে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর গাঢ় অন্ধকারে সাবিত্রী সম্মুখে এক দীর্ঘকায় পুরুষ দেখিলেন। তাঁহার অদ্ভুত আকার দর্শনে সাবিত্রী সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ভগবন, আপনি কে, কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছেন ?" পুরুষ কহিলেন, "সাবিত্রী, তুমি বাল্যাবধি ধর্ম্মের অনুগত হইয়া চলিয়াছ, আর সত্যবানের প্রতি তোমার আশ্চর্য্য ভালবাসা দেখিয়া তোমাকে আমার পরিচয় দিতেছি। আমি যম, সত্যবানের আয়ুঃ শেষ হওয়াতে এখন তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া যমরাজ সত্যবানের আত্মা লইয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন, সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। যমরাজ সাবিত্রীকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, "সাবিত্রী,

তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যত দিন সত্যবান জীবিত ছিলেন, তুমি তত দিন সকল প্রকারে তাঁহাকে সুস্থ, সুখী ও উন্নত রাখিয়াছিলে, এখন শ্রাদ্ধাদি ভিন্ন তোমার তাঁহার প্রতি আর অন্য কার্য্য নাই।"

সাবিত্রী কহিলেন, "সত্যবান যেস্থানে গমন করিবেন, আমারও সেখানে গমন করা কর্ত্তব্য। ব্রত ও গুরু সেবা করিয়া ও সত্যবানের প্রতি ভালবাসা বশতঃ আমি আপনার সঙ্গে যাইতে কষ্ট বোধ করিনা।" যম কহিলেন, "তোমার পুণ্যবলে আমি তোমার অনুগত হইয়াছি ; তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর যাহা চাও, বল, আমি তাহা দিব।"

সাবিত্রী কহিলেন, "আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যহীন হইয়া বনে বাস করিতেছেন, আপনি তাঁহাকে দৃষ্টি ও রাজ্য দান করুন, আমি এই বর চাহিতেছি।" যম কহিলেন, "আমি তোমায় এই দুই বর দিলাম, এখন তুমি ফিরিয়া যাও, নতুবা শ্রান্ত হইয়া পড়িবে।"

সাবিত্রী কহিলেন, "যখন সত্যবানের সঙ্গে রহিয়াছি, তখন আমি কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করিতেছিনা। আর সাধুগণের সহিত একবার পরিচয়েই আকর্ষণ জন্মে, এই জন্য আপনার নিকট হইতে যাইতেও আমার ইচ্ছা নাই।"

যম কহিলেন, "তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি শীতল ও নির্ম্মল জল পান করিয়া যেমন আরাম বোধ করেন, তোমার এই কথা শুনিয়া আমার সেইরূপ আনন্দ হইতেছে, এখন সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী কহিলেন, "হে দেব, যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার পিতার দীর্ঘায়ু, শত পুত্র জন্মগ্রহণ করুক, এই বর দান করুন।"

যমরাজ কহিলেন "তাহাই হউক। আমার বরে তুমি পিতৃ ও শ্বশুর কুলের অনেক কল্যাণ করিতে পারিলে, এখন তুমি ফিরিয়া যাও, কারণ তুমি অনেক দূরে আসিয়াছ।"

সাবিত্রী উত্তর করিলেন "আমি যখন সত্যবানের নিকটে আছি, তখন আর কাহারও হইতে দূরে নহি। আপনি ন্যায়মতে শাসন করেন বলিয়া লোকে আপনাকে ধর্ম্মরাজ বলে। সাধু ব্যক্তিকে যত বিশ্বাস করা যায়, আপনার উপরও মানুষের তত বিশ্বাস হয়না; এইজন্য সকলেই সাধুর উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখিতে ব্যস্ত হয়।"

যম কহিলেন, "তোমার কথায় আমি অত্যন্ত প্রীত

হইলাম। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর।”

সাবিত্রী কহিলেন, “যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে সত্যবানের শত পুত্র হউক, এই বর দান করুন।”

যম কহিলেন, “তাহাই হউক। তুমি এখন গৃহে ফিরিয়া যাও।”

সাবিত্রী কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ, সাধুসমাগম কখনও বৃথা যায়না। তাঁহাদের নিকট মানুষের অর্থ বা মানহানির সম্ভাবনা নাই, এই জন্য তাঁহারাই পৃথিবীর রক্ষক।”

যম কহিলেন, “হে রাজকন্যে, তোমার সুমিষ্ট ধর্ম্ম কথা যতই শুনিতেছি, ততই তোমার প্রতি আমার ভক্তি বাড়িতেছে, অতএব তুমি পুনরায় বর লও।”

তখন সাবিত্রী উত্তর করিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ, সত্যবান ভিন্ন আমার প্রার্থনার বস্তু আর কিছুই নাই। আমি সত্যবান ব্যতীত সুখ, ধন বা স্বর্গ কিছুই চাহি না এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচিতেও আমার ইচ্ছা নাই, অতএব, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে সত্যবানকেই আমায় ফিরাইয়া দিউন।”

ধর্ম্মরাজ কহিলেন “তবে তাহাই হউক। হে নন্দিনি, তুমি তোমার অলৌকিক পবিত্রতা ও আশ্চর্য্য

ভালবাসার গুণে পিতৃ ও শ্বশুরকুল উজ্জ্বল ও আমাকে পরাজয় করিয়াছ। যাও, গৃহে গিয়া সত্যবানের সঙ্গে শত শত বৎসর সুখে বাস কর, এবং পৃথিবীতে মৃত্যুহীন ভালবাসা, পুণ্য ও পবিত্রতার জয় ঘোষণা কর।" এই বলিয়া যমরাজ সাবিত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

নল ও দময়ন্তী।

বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক রাজা ছিলেন। অনেক দিন অবধি তাঁহার কোন সন্তান ছিলনা। অবশেষে দমন নামক ঋষির বরে তাঁহার তিন পুত্র ও দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা হইল। দময়ন্তীর মত অপূর্ব্ব সুন্দরী তখন আর কেহ ছিল না। স্বর্গের দেবতারাও তাঁহার অনুপম রূপ মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতেন।

সেই সময়ে নিষধ দেশে নল নামে এক তরুণ রাজা রাজত্ব করিতেন; তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত, বিশেষতঃ অশ্ববিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল; তাঁহার বুদ্ধির আভায় উজ্জ্বল কমনীয় মুখে সর্ব্বজনে এমন উদার প্রীতি

প্রকাশ পাইত, যে কেহ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

একদিন মহারাজ নল তাঁহার নির্জ্জন উদ্যানে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে কয়েকটী সুবর্ণপক্ষ বন্য হংস দেখিতে পাইলেন। সেরূপ সুন্দর হংস তিনি ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও দেখেন নাই; বন্য হংসের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাদের দলের প্রধান হংসটীকে ধরিলেন। হংসরাজ ধৃত হইয়া প্রাণভয়ে কহিতে লাগিল, "হে রাজন্! যদি আপনি আমায় না মারিয়া ছাড়িয়া দেন, তবে আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, বিদর্ভদেশের রাজকন্যা অসাধারণ রূপবতী দময়ন্তীর সহিত আপনার বিবাহ দিব।" নল রাজহংসের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

নলের দয়ায় জীবন ও স্বাধীনতা পাইয়া হংসশ্রেণী পুনরায় আকাশে উত্থিত হইল। তাহারা উড়িতে উড়িতে বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইয়া যে উদ্যানে দময়ন্তী সখীদিগের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথায় গিয়া অবতীর্ণ হইল। দময়ন্তী এমন এক দল সুন্দর বন্য হংস হঠাৎ আকাশ হইতে সম্মুখে পতিত হইল দেখিয়া, বিস্মিত মনে তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। তখন সেই

হংসরাজ দময়ন্তীকে কহিল, "রাজকন্তে, নিষধদেশে নল নামে এক যুবা নরপতি আছেন, আমরা তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি। আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সকল স্থানেই গমনাগমন করিয়া থাকি, কিন্তু এমন সর্ব্বগুণে গুণবান পুরুষ, কি স্বর্গ, কি পৃথিবী. কোথাও দেখি নাই। আপনি নারীকুলে অতুলনীয়া; আপনার জন্মগ্রহণে কেবল ভীমের বংশ নহে, কিন্তু সমগ্র নারীকুল গৌরবান্বিত হইয়াছে, এইজন্য আপনার নিকট তাঁহার পরিচয় লইয়া আসিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই, আপনি গুণের সহিত মিলিত হইয়া সকলের চক্ষু সার্থক করুন।" হংসরাজ এই বলিয়া দময়ন্তীর নিকট সবিস্তারে নলের রূপ ও গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্বীয় অভীষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া হংসরাজ পুনরায় গগন পথে উত্থিত হইলে, দময়ন্তী বহুক্ষণ ধরিয়া মনে মনে নলের গুণাবলী আলোচনা করিয়া অতিশয় প্রীতি ও আনন্দ লাভ করিলেন।

এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল। বিদর্ভরাজ ভীমসেন কন্যাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিলেন। নানা দেশ হইতে রাজা ও রাজকুমারগণ দময়ন্তীর আশায় একে একে বিদর্ভ নগরে

উপস্থিত হইতে লাগিলেন। দময়ন্তীর আশ্চর্য্য রূপের প্রশংসা পৃথিবী অতিক্রম করিয়া স্বর্গে গিয়াও পৌঁছিয়াছিল। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হইবেন এই সংবাদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম তাঁহাকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিদর্ভ নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; পথিমধ্যে তাঁহারা দেখিলেন, রূপে কন্দর্প তুল্য মহারাজ নল তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দেহের প্রভায় চারিদিক উজ্জ্বল করিতে করিতে বিদর্ভ অভিমুখে গমন করিতেছেন। তখন তাঁহারা বিমান বেগ স্থগিত করিয়া কহিলেন, 'হে নিষধরাজ, আমরা পরম রূপবতী দময়ন্তীকে লাভ করিতে স্বর্গ হইতে আসিতেছি। এখন তোমার প্রতি আমাদের এই আদেশ, তুমি দময়ন্তীর নিকট গিয়া আমাদের ইচ্ছা জানাও এবং তিনি তাহার উত্তরে কি বলেন, তাহা আসিয়া আমাদিগকে বল। তোমার মত সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্ম পরায়ণ লোক মানবকুলে অধিক জন্মে না এই জন্য আমরা তোমাকেই এই বিশ্বস্ত দৌত্য কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি।"

দেবগণের আদেশ শুনিয়া নল লজ্জানত শিরে করযোড়ে কহিলেন, "হে দেবগণ, আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য ; কিন্তু আপনাদের নিকটে আমার এক

নিবেদন আছে। আমি,দময়ন্তীর রূপ ও গুণের প্রশংসা শুনিয়া বহু দিন অবধি মনে মনে তাঁহার প্রতি অনুরাগ পোষণ করিতেছি এবং তাঁহাকে লাভ করিবার দুরাশায় বিদর্ভ অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। স্বয়ং তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়া এখন কিরূপে আপনাদের অনুরাগের কথা লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইব? আর শতরক্ষীবেষ্টিত সেই রাজকুমারীর অন্তঃপুরে আমার মত মানবের প্রবেশের সম্ভাবনা কোথায়?” দেবগণ কহিলেন; “তোমায় সে চিন্তা করিতে হইবে না। ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পালগণ যাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য স্ব স্ব রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিদর্ভ নগরে আগমন করিতেছেন, তিনি যে দেবগণকে অতিক্রম করিয়া সামান্য মানবকে মনোনীত করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে, সুতরাং তুমি স্বচ্ছন্দে তাঁহার নিকটে স্বীয় মনোভাব জানাইতে পার। আর আমাদের প্রভাবে তুমি সকল চক্ষুর অগোচরে তাঁহার পুরীতে প্রবেশ ও তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। এখন তুমি শীঘ্র তথায় গমন কর।”

তখন নলরাজ দেবগণের আদেশ লইয়া দময়ন্তীর অন্তঃপুরে তাঁহার নিভৃত কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দময়ন্তী, তাঁহার নিভৃত মন্দিরে অপার্থিব তেজোমণ্ডিত এক যুবা পুরুষকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং বিস্মিত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাভাগ, আপনি কে? শত রক্ষী পুরুষ দিবানিশি আমার গৃহ রক্ষা করিতেছে, আপনি কিরূপে তাহাদের অতিক্রম করিয়া এস্থানে আগমন করিলেন? আর এরূপ ভাবে আপনার আমার গৃহে প্রবেশের প্রয়োজনই বা কি?" নল উত্তর করিলেন, "নৃপ নন্দিনি, আমি দেবদূত নিষধরাজ নল। দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম আপনাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এই নগরে আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের আদেশ লইয়া এখানে আসিতেছি। তাঁহাদের শক্তিবলে রক্ষী পুরুষেরা ও আপনার সহচরীগণ কেহ আমায় দেখিতে পায় নাই। এখন আপনার অভিপ্রায় কি, আমায় তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে তাঁহাদিগকে গিয়া বলিতে পারি।"

নলের কথা শুনিয়া দময়ন্তী লজ্জানম্র বদনে কহিলেন, "হে নিষধরাজ, দেবগণের চরণে আমার শত প্রণাম। তাঁহাদের এই উদার প্রস্তাবে আমার পিতৃকুল গৌরবান্বিত হইল, বোধ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের

নিকটে আমার নিবেদন এই, আমি সামান্য মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং সেই কুলজাত এক ব্যক্তিকে আমার অনুরূপ স্থির করিয়া মনে মনে তাঁহাকেই বরণ করিয়াছি। হংসমুখে গুণবার্ত্তা শুনিয়া আমি যাঁহার পক্ষপাতিনী, তিনি দেবগণের সন্দেশ লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত, তিনি ভিন্ন অপর কাহাকেও মনোনীত করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নহে।”

দময়ন্তীর কথা শুনিয়া নল উত্তর করিলেন, “ভদ্রে, আপনার মধুর কথা শুনিয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু লোকপালগণ যখন আপনার অভিলাষী হইয়া উপস্থিত, তখন আপনি কি কারণে এক জন সামান্য মনুষ্যকে মনোনীত করিতেছেন? আমি দেবগণের দৌত্য কার্য্যে আসিয়া এখন কিরূপে স্বীয় স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইব? তাঁহারা আমায় কি কহিবেন? আপনি দয়া করিয়া এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিন।”

দময়ন্তী কহিলেন, “রাজন, আপনাকে সে ভয় করিতে হইবে না। আপনি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আমার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইবেন, তখন আমি সর্ব্ব সমক্ষে আপনারই গলে মাল্যদান করিব; তাহা হইলে আপনাকে আর দোষভাগী হইতে হইবে না।”

নল দেবগণের নিকট ফিরিয়া গিয়া দময়ন্তী যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, সমুদয় জানাইলেন। শেষে স্থির হইল, সকলে মিলিয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীকে পরীক্ষা করিবেন।

ক্রমে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের দিন উপস্থিত হইল। বিদর্ভ নগরে প্রতি গৃহ দ্বারে মঙ্গল ঘট, আকাশ ছাইয়া নানা বর্ণের নিশান উড়িতেছে, গীত বাদ্যে নগর কম্পিত, অনুরক্ত প্রজাগণের উল্লাসে রাজধানী পূর্ণ; কারণ, নানা দেশ হইতে কেবল রাজগণ নহেন, কিন্তু স্বর্গের দেবতারাও তাহাদের রাজকন্যার আশায় বিদর্ভে আগমন করিয়াছেন।

রাজভবনে বিপুল স্বয়ম্বর সভা। সুদীর্ঘ স্বর্ণ স্তম্ভশ্রেণী, উজ্জ্বল তোরণসমূহ ও বহুবিধ বিচিত্র আসনে পূর্ণ হইয়া সে গৃহ দেবলোকে ইন্দ্রসভার রূপ ধারণ করিয়াছে।

বিদর্ভরাজ পুণ্য তিথি, শুভ সময় ও পবিত্র ক্ষণে সমাগত রাজগণকে সভাস্থলে আহ্বান করিলেন; শরতের নির্ম্মল আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের ন্যায় সেই বিপুল সভায় রাজগণ শোভা পাইতে লাগিলেন। যথা সময়ে দময়ন্তী ধীরে ধীরে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

রত্ন ও পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাঁহার সুঠাম ও সুন্দর দেহের পবিত্র সৌন্দর্য্য যেন উথলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার বিনম্র আননে লজ্জার কি কমনীয় দীপ্তি! পিতা ভীমসেন সস্নেহে সজলনয়নে কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রীতিভরে তাঁহাকে মনে মনে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। সমাগত দেব ও রাজগণের শত মুগ্ধ দৃষ্টি যুগপৎ দময়ন্তীর প্রতি আকৃষ্ট হইল।

দময়ন্তী সলজ্জ ও ললিত দৃষ্টিতে সভাগৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। হংসমুখে গুণের প্রশংসা শুনিয়া অবধি যাঁহাকে তিনি মনে মনে বরণ করিয়াছেন, কোথায় তিনি? দময়ন্তী কিয়ৎক্ষণ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সহসা একি! দেখিলেন, দূরবর্ত্তী আসনে রূপ ও সর্ব্বাবয়বে অবিকল নলের মত পাঁচ জন পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহাদের পরস্পরের এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, যে কোনও লক্ষণে এক হইতে অপরকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর।

বিপুল স্বয়ম্বর সভাতলে কল্পনার অতীত এই বিপদে আপনাকে সহসা নিক্ষিপ্ত দেখিয়া বিদর্ভ রাজদুহিতা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি বুঝিলেন, দেবগণের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা

তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশে সকলে নলের মূর্ত্তি ধরিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তখন দময়ন্তী ভক্তিভরে দেবগণের চরণে শরণাপন্ন হইলেন এবং মনে মনে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া সকাতরে বলিতে লাগিলেন, "হে দেবগণ, আপনারা আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি নল ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না হংসমুখে তাঁহার গুণাবলী শুনিয়া অবধি আমার হৃদয় তাঁহাতেই অনুরক্ত হইয়াছে, তাই আমি আপনাদের শ্লাঘ্য প্রস্তাবে উপেক্ষা করিয়াছি। আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ করিলেই আমি পুণ্যশ্লোক নল রাজাকে নিরূপণ করিতে পারিব। প্রজাপতি তাঁহাকেই আমার পতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নল ভ্রমে অপর কাহারও কণ্ঠে মাল্য দিয়া পাছে ধর্ম্মে পতিত হই, এই ভয়ে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আমি আপনাদের শরণ ভিক্ষা করিতেছি। পৃথিবীর ধর্ম্ম রক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহারা ভিন্ন এই দুস্তর বিপদ সাগর হইতে আজ আমায় আর কে রক্ষা করিবে?"

বিদর্ভ রাজকন্যার এই করুণ প্রার্থনা শুনিয়া দেবগণ তাঁহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া স্বীয় স্বীয় চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। তখন দময়ন্তী অগ্রসর হইয়া নলের

গলে মাল্যদান করিবামাত্র সেই বিপুল সভা হইতে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল। দময়ন্তী দেবগণকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন দেখিয়া নিষধরাজ প্রীতি প্রফুল্ল মনে কহিলেন, "কল্যাণি, তুমি অদ্য আমায় যে গৌরবে ভূষিত করিলে, তাহার অনুরূপ সৌভাগ্য প্রদানের শক্তি আমার নাই। যত দিন জীবন থাকিবে, আমি কায়মনোবাক্যে তোমারই থাকিব।"

অনন্তর নল ও দময়ন্তী দেবগণের সম্মুখে গিয়া বিনম্র শিরে প্রণত হইলে, তাঁহারা নলকে আটটী বর প্রদান করিলেন। অগ্নি ও বরুণ কহিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিবামাত্র আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইব।" যম কহিলেন, "তুমি যদৃচ্ছাক্রমে রন্ধন করিলেও তোমার মত সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন কেহই প্রস্তুত করিতে পারিবেনা। আর সুখে দুঃখে চিরদিন ধর্ম্মে তোমার অবিচলিত নিষ্ঠা থাকিবে" দেবগণ বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলে পর মহারাজ ভীম যথাবিধি কন্যার শুভ বিবাহ দিলেন।

একদিন মহারাজ নল তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুষ্করের সহিত পাশা খেলিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় ধন ও রাজ্য হারিলেন। দময়ন্তী এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত

দেখিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত সারথি বার্ষ্ণেয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "সারথে, মহারাজ যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কি সর্ব্বনাশ ঘটে জানিনা; অতএব, তুমি ত্বরায় রথ প্রস্তুত করিয়া আমার পুত্র কন্যা ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে আমার পিতার গৃহে লইয়া যাও। আর তুমি এখন যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার, বিধাতার কৃপায় সুদিন আসিলে পুনরায় আমাদের কার্য্যে নিযুক্ত হইও।" বার্ষ্ণেয় রাজমহিষীর আদেশে ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে বিদর্ভদেশে মহারাজ ভীমের নিকটে রাখিয়া অযোধ্যায় গিয়া তথাকার রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্য গ্রহণ করিল।

এদিকে নল পুষ্কর কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইলে সে তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল, "রাজন, পুনরায় দ্যূতারম্ভ হউক। এবার দময়ন্তীকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত করুন।" পুষ্করের এই কটূক্তি শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া নল আপনার সমুদায় রাজপরিচ্ছদ ও অলঙ্কার খুলিয়া সামান্য একখানি বস্ত্র পরিয়া রাজভবন হইতে বাহির হইলেন, দময়ন্তীও অঙ্গের সমুদয় রত্নভূষণ রাখিয়া একবসনা হইয়া নলের অনুগামিনী হইলেন।

পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় জ্যেষ্ঠের রাজ্য লাভ করিয়া নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিল, "যে ব্যক্তি নলের

পক্ষ অবলম্বন করিবে, কি কোন প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিবে, আমি তাহার সর্ব্বস্বসহ প্রাণ লইব।" এই দুরবস্থায় পড়িয়া নল নগরের বাহিরে কয়েক দিন অনাহারে কাটাইলেন। একদিন প্রবল ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে সম্মুখে একদল সুবর্ণপক্ষ অপূর্ব্ব পক্ষী দেখিতে পাইলেন; তাহাদিগকে দেখিয়া নল মনে মনে ভাবিলেন, ইহাদের ধরিয়া অদ্যকার আহার সম্পন্ন করি, ভিন্ন ইহাদের সুন্দর পক্ষ বিক্রয় করিলেও কিঞ্চিৎ অর্থলাভ হইবে। এই ভাবিয়া তিনি স্বীয় পরিধেয় এক মাত্র বসনখানি পক্ষীদের উপরে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা বস্ত্র লইয়া আকাশ পথে উড্ডীন হইল এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ঘোর বিপদে নল ও দময়ন্তী উভয়ে অবশিষ্ট বসন খানি পরিয়া অতি কষ্টে গমন করিতে লাগিলেন। নল দময়ন্তীকে পিতৃগৃহে গমন করিতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দময়ন্তী নলকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া স্বয়ং পিতৃগৃহের সুখ ও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। এইরূপে বহুক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে নল ও দময়ন্তী এক নির্জ্জন সুরম্য বনভূমিতে গিয়া উপস্থিত

হইলেন। ক্ষুধা ও পথশ্রমে উভয়েই এমন ক্লান্ত হইয়াছিলেন, যে এক বৃক্ষতলে শয়ন করিবামাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাজ্যভ্রষ্ট ও পুত্র কন্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং সুখ সম্পদে বর্দ্ধিতা দময়ন্তীকে সহসা এমন ক্লেশে পতিত দেখিয়া নলের অন্তঃকরণ এমন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, যে প্রগাঢ় নিদ্রায় কাতর হইয়াও তিনি অধিকক্ষণ সুস্থির থাকিতে পারিলেন না; অল্পক্ষণ পরেই জাগরিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমারই জন্য এই সুকুমারী রাজকন্যা এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন, অতএব ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া আমার অন্য কোথাও গমন করা উচিত, তাহা হইলে ইনি অবশ্যই পিতার গৃহে গমন করিবেন। ইনি যেরূপ তেজস্বিনী, যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক না, আপনাকে যে তাহা হইতে অকুণ্ঠিত ভাবে রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই ভাবিয়া নল উভয়ের পরিধানের একমাত্র বসন খানি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধখণ্ড স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং নিদ্রিতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি মহীভাগে, তুমি ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা, সুতরাং কোন অবস্থাতেই তোমার

শঙ্কার কারণ নাই। স্বয়ম্বর সভাতলে তোমার আকুল আহ্বানে যাঁহারা তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদেরই হস্তে তোমার নিষ্কলঙ্ক জীবন অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিদায় লইতেছি। ধর্ম্ম যদি প্রসন্ন হন, তবে তোমায় আমায় আবার মিলন হইবে।" এই বলিয়া নল দেবগণের চরণে ভক্তিভরে প্রণত হইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু দময়ন্তীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ এমন গাঢ় ছিল, যে সহজে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না, মন্ত্রমুগ্ধের মত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বার বার গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

নল প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি নলকে সম্মুখে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক ক্ষুধিত অজগরের সম্মুখে পতিত হইলেন; তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে এক ব্যাধ তাঁহার আর্ত্তনাদে তথায় উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

ইহার পর দময়ন্তী অনাথার ন্যায় বহুদিন সেই ভীষণ অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে এক সুন্দর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তথায় কঠোর ব্রতধারী কতিপয়

তাপসকে দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তী তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "হে মহাভাগ তপোধনগণ, আপনাদের তপস্যার কুশল ত?" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি কল্যাণি, তুমি কে? তোমার রূপ দেখিয়া তোমাকে এই বন, পর্ব্বত বা স্রোতস্বতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বোধ হইতেছে, এক্ষণে তোমার পরিচয় প্রদান কর।" দময়ন্তী উত্তর করিলেন, "হে তাপসগণ, আমি দেবতা নহি। আমি বিদর্ভরাজ ভীমসেনের কন্যা দময়ন্তী। যিনি তেজে সূর্য্যের ন্যায়, রূপে ইন্দ্রের ন্যায় এবং বীরত্বে বরুণের ন্যায়, সেই ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যপ্রিয় নিষধরাজ নল আমার স্বামী। তিনি কপট দ্যূতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন, আমিও তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি নিদ্রিতাবস্থায় আমায় ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না; তাঁহার অন্বেষণে বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াও তাঁহার উদ্দেশ পাইতেছি না।" তাপসগণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "কল্যাণি, আমরা তপঃপ্রভাবে দেখিতেছি, যে শীঘ্রই স্বামীর সহিত তোমার মিলন হইবে।" এই বলিয়া তাঁহারা তপোবন সহ তথা হইতে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

দময়ন্তী সে স্থান হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে এক নির্ম্মলসলিলা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক দল বণিক স্রোত পার হইয়া চেদিরাজ সুবাহুর রাজ্যে গমন করিতেছে, দেখিতে পাইয়া তিনি তাহাদের সহযাত্রী হইলেন। পথে অনেক দিন গত হইলে এক দিবস বণিকগণ এক দীর্ঘিকার তীরে রাত্রি যাপন করিবার জন্য অবস্থিতি করিতে লাগিল, সহসা মধ্য রাত্রিতে এক দল বন্য হস্তী আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অধিকাংশ বণিক হস্তীর আক্রমণে বিনষ্ট হইল; যাহারা পলায়ন করিয়া প্রাণে বাঁচিল, তাহারা "এই অলক্ষণা নারী আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল বলিয়াই আমাদের এত অকল্যাণ ঘটিল" বলিয়া দময়ন্তীর প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল। দময়ন্তী তথা হইতে পলায়ন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সুবাহু রাজার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন; অর্দ্ধবসনা, রুক্ষকেশা, অনাহারে কৃশা দময়ন্তীকে উন্মাদিনী স্থির করিয়া রাজপথের বালকেরা তাঁহার চারি দিক বেষ্টন করিয়া উপহাস, বিদ্রূপ ও মহা কোলাহল করিতে লাগিল।

সেই সময়ে সুবাহু রাজার জননী রাজপ্রাসাদের উপরিভাগে বায়ু সেবন করিতেছিলেন। পথের

বালকেরা এক অনাথা রমণীর প্রতি এমন উপদ্রব করিতেছে দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত দয়া হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমীপে আনিতে স্বীয় বিশ্বস্ত পরিচারিকা প্রেরণ করিলেন। দময়ন্তী সমীপে নীত হইলে রাজমাতা সস্নেহে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, তুমি কে? তোমার দেহ আভরণহীন ও মলিন বসনে আবৃত থাকিলেও অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া তোমাকে সম্ভ্রান্ত কুলের নারী বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব তুমি আপন পরিচয় দাও।" দময়ন্তী রাজজননী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নাম ধাম গোপন রাখিয়া সজল নয়নে আপনার অবস্থা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। রাজমাতা দময়ন্তীর অবস্থা জ্ঞাত হইয়া করুণ হৃদয়ে তাঁহাকে বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি আমার গৃহে থাক, আমি তোমার স্বামীর উদ্দেশে চারিদিকে দূত প্রেরণ করিব, তুমি আমার নিকটে থাকিয়া অবশ্যই স্বামীর দর্শন লাভ করিবে।" দময়ন্তী উত্তর করিলেন, "বীরজননি, আমি আপনার নিকটে থাকিব, কিন্তু আমার কয়েকটী নিয়ম আছে, তাহা আপনাকে পালন করিতে হইবে। আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পদস্পর্শ করিব না এবং অন্য পুরুষের মুখ দর্শন করিব না এবং যে সকল দূত আমার স্বামীর অন্বেষণে প্রেরিত হইবেন,

তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে আমি স্বয়ং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব; এই নিয়মগুলি পালিত হইলে আমি আপনার ভবনে বাস করিতে প্রস্তুত আছি।" রাজজননী সম্মত হইয়া দময়ন্তীকে স্বীয় কন্যা রাজকুমারী সুনন্দার সহচরী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দময়ন্তী রাজমাতার স্নেহ ও যত্নে তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহারাজ নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূর আসিয়া দেখিলেন, এক বনে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং তাহার মধ্য হইতে "কোথায় মহারাজ নল, আমায় রক্ষা কর" বলিয়া কেহ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। নল দ্রুতপদে তথায় গিয়া দেখিলেন, এক বৃহৎ অজগর তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "রাজন, আমার নাম কর্কোটক, আমি একবার দেবর্ষি নারদকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম বলিয়া তিনি আমায় এই শাপ দেন, যে পর্য্যন্ত না মহারাজ নল আসিয়া তোমার উদ্ধার করেন, ততদিন তোমায় এই স্থানে জড়ের মত পড়িয়া থাকিতে হইবে। সেই অবধি আমি এখানে জড়ের মত পড়িয়া আছি। এখন আপনি আমায় না বাঁচাইলে আমায় এই দাবানলে পুড়িয়া মরিতে হইবে। আমায় তুলিতে আপনার কোন কষ্ট হইবে না,

আমি এখনই অতি ক্ষুদ্র হইব।” এই বলিয়া কর্কোটক অঙ্গুলির ন্যায় ক্ষুদ্র হইলে নল তাঁহাকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিছু দূর গমন করিলে পর কর্কোটক তাঁহাকে কহিল, “মহারাজ, আপনি কয়েক পদ গণনা করিয়া গমন করুন, আমি আপনার উপকার করিব।” নল তাহাই করিলেন; দশম পাদ পূর্ণ হইলে কর্কোটক নলকে দংশন করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ব্ব রূপ নষ্ট হইয়া গেল। নল তখন আর আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলেন না। কর্কোটক কহিল, “মহারাজ, কেহ যাহাতে আপনাকে আর চিনিতে না পারে; সেই উদ্দেশে আমি আপনার রূপ নষ্ট করিয়াছি। আপনি এখন বাহুক নাম লইয়া অযোধ্যায় গিয়া মহারাজ ঋতুপর্ণের সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ, আপনি তাঁহাকে অশ্বচালন বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিবেন। যখন আপনার পূর্ব্বরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে, আমার নাম স্মরণ করিয়া এই বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিবেন।” এই বলিয়া বস্ত্রযুগল দিয়া কর্কোটক বিদায় হইল।

এদিকে বিদর্ভরাজ ভীম বহুদিন কন্যা জামাতার উদ্দেশ না পাইয়া তাঁহাদের অন্বেষণে চারিদিকে দূত

প্রেরণ করিলেন। সুদেব নামক ব্রাহ্মণ সুবাহু রাজার রাজ্যে গিয়া দময়ন্তীর সন্ধান পাইলেন। সুদেব রাজমাতার নিকট গিয়া সমুদয় বর্ণন করাতে তিনি দময়ন্তীকে আপনার ভগিনী দুহিতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং শীঘ্রই বহু লোক সঙ্গে দিয়া মহা সমারোহে দময়ন্তীকে তাঁহার পিতার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর মহারাজ ভীম জামাতার অন্বেষণে চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "আপনারা সমুদয় রাজ্য, সকল সভামধ্যে গিয়া কহিবেন, 'তুমি নিদ্রিতা পত্নীর অর্দ্ধ বস্ত্র লইয়া তাহাকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় গমন করিলে? পত্নীক রক্ষা করা পতির সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, তুমি কিরূপে তাহাতে উদাসীন রহিলে?" এই বাক্য শুনিয়া যিনি যে উত্তর দিবেন, আপনারা আসিয়া আমায় তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিবেন।"

এই ঘটনার বহুদিন পরে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ ঋতুপর্ণ রাজার রাজধানী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে কহিলেন, "রাজপুত্রি, আমি মহারাজ ঋতুপর্ণকে আপনার বাক্য শ্রবণ করাইয়াছি, কিন্তু তিনি ও তাঁহার সভাসদেরা কেহই তাহার উত্তরে কিছু বলিলেন না। আমি নৃপতির

নিকট বিদায় লইয়া আসিতেছি, এমন সময়ে মহারাজার অশ্বশাল হইতে বাহুক নামে এক অতি কুৎসিত পুরুষ বাহির হইল; সে ব্যক্তি অশ্ব ও রন্ধন বিদ্যায় সুনিপুণ। বাহুক ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুত্যাগ করিয়া কহিল, 'নলরাজা অতি দুরাবস্থায় পতিত হইয়াই পত্নীকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় তখন স্থির ছিল না, সুতরাং তাহার জন্য দময়ন্তীর পতির প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।”

দময়ন্তী এই কথা শুনিয়া সুদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে দ্বিজ, আপনি ঋতুপর্ণ রাজার নিকটে ত্বরায় গমন করুন। তাঁহাকে গিয়া কহিবেন, দময়ন্তী নলের উদ্দেশ না পাইয়া পুনরায় বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন। অনেক রাজা ও রাজকুমার তাঁহার দ্বিতীয় স্বয়ম্বর উপলক্ষে বিদর্ভ নগরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি ইচ্ছা করিলে ত্বরায় আগমন করুন।” মহারাজ ঋতুপর্ণ সুদেবের মুখে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া বাহুককে ডাকিয়া কহিলেন, “হে অশ্ববিদ্যানিপুণ, আমি শ্রবণ করিলাম, আগামী কল্য দময়ন্তী পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি। অতএব তুমি,

যেরূপে পার, একদিনের মধ্যে আমায় বিদর্ভ নগরীতে লইয়া চল।”

বাহুক এই কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, “আমি দময়ন্তীকে বন মধ্যে একাকী পরিত্যাগ করিয়া যে, ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি, এত দিনে বুঝি আমায় তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইতে হইল; কিন্তু আমি দময়ন্তীর হৃদয় জানি, তাঁহার ন্যায় পত্নী যে আমায় একেবারে ভুলিবেন, তাহা কোন রূপেই বিশ্বাস হইতেছে না, অতএব, একবার বিদর্ভে গিয়া স্বচক্ষে সমুদয় দেখিয়া আসি।”

এই বলিয়া বাহুক অশ্বশালে গিয়া চারিটী সুশিক্ষিত অশ্ব রথে যোজনা করিলেন। ঋতুপর্ণ রাজা বাষ্ণের্ককে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলে বাহুক বায়ুবেগে রথ চালনা করিতে লাগিলেন! দেখিতে দেখিতে রথ, পর্ব্বত, নদ, নদী, অরণ্য ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া প্রবল বায়ুভরে রাজার উত্তরীয় বসন সখলিত হইয়া ভূপতিত হইল। রাজা বাহুককে তৎক্ষণাৎ কহিলেন “বাহুক, রথ স্থাপন কর, আমার উত্তরীয় পতিত হইয়াছে, বাষ্ণের্ক গিয়া উহা আনয়ন করুন।” বাহুক উত্তর করিলেন, “রাজন, যে স্থানে

আপনার উত্তরীয় পতিত হইয়াছে, আমরা তথা হইতে যোজন দূরে আসিয়াছি, সুতরাং এখন উহা আনয়ন করা অসম্ভব।"

এইরূপে কিছুদূর যাইতে যাইতে ঋতুপর্ণ রাজা অদূরে এক বিশাল বিভীতক বৃক্ষ দেখিয়া কহিলেন, "সারথে, অশ্বচালন বিদ্যায় তুমি যেরূপ পারদর্শী, আমিও সেইরূপ গণনা বিদ্যা জানি।" এই বলিয়া রাজা সেই বিভীতক বৃক্ষের এক বৃহৎ শাখায় কত পত্র, ফুল ও ফল আছে, তাহা নির্ণয় করিতে লাগিলেন। বাহুক সেই বৃক্ষশাখার একদেশ ছেদন করিয়া গণনা করিয়া দেখিলেন, রাজার কথা যথার্থ। তখন বাহুক কহিলেন, "মহারাজ, আপনার এই ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি, আমায় আপনাকে ইহা দান করিতে হইবে। আমি আপনাকে তাহার পরিবর্ত্তে অশ্ববিদ্যা দিব।" রাজা কহিলেন, "বাহুক, তোমার বিদ্যা তোমার থাকুক, আমার বিদ্যা তুমি গ্রহণ কর।" এই বলিয়া রাজা ঋতুপর্ণ বাহুককে অক্ষবিদ্যা দান করিলেন। অক্ষবিদ্যা প্রভাবে নলের দেহ হইতে এক পুরুষ বাহির হইল এবং নলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহারাজ, আমি কলি, দময়ন্তী স্বয়ম্বর সভায় দেবগণ ও আমাকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে

বিবাহ করিয়াছিলেন, বলিয়া আমি আপনার সর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশে এতদিন আপনার শরীরে বাস করিতেছিলাম। আপনার রাজ্যনাশ ও সকল দুরবস্থা আমিই ঘটাইয়াছি। দময়ন্তীর শাপে ও কর্কোটকের বিষে এতদিন আমি জর্জ্জরিত হইয়া আপনার দেহে বাস করিতেছিলাম, এখন চলিলাম।” এই বলিয়া কলি বিদায় লইল। নল সুস্থ হইলেন।

ঋতুপর্ণ রাজা সেই দিবস সায়ংকালে বিদর্ভ নগরীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ ভীম সহসা তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার জন্য এক স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মহারাজ ঋতুপর্ণ বার বার অনুসন্ধান করিয়াও স্বয়ম্বরের কোন উদ্যোগ না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

দময়ন্তী অন্তরাল হইতে উহাদের তিনজনকে দেখিয়া স্বীয় বিশ্বস্ত পরিচারিকা কেশিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, “এই বিরূপ পুরুষ কি করেন, সমুদয় দেখিয়া আসিয়া আমায় জানাও।” কেশিনী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “নৃপকুমারী, অতি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আসিতেছি। বাহক অতি ক্ষুদ্র দ্বারে প্রবেশ করিবার সময়ও নত হন না, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বিস্তৃত হইয়া থাকে।

ঋতুপর্ণ রাজার জন্য নানা পশু মাংস প্রেরিত হইয়াছিল এবং তৎসমুদয় প্রক্ষালন করিবার জলের জন্য কতকগুলি শূন্য কলসী স্থাপিত ছিল। বাহুক দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সেই গুলি জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অগ্নি জ্বালিবার জন্য এক গুচ্ছ তৃণ লইয়া তিনি মনে মনে সূর্য্যকে ধ্যান করিবামাত্র তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।"

দময়ন্তী ইহা শুনিয়া কেশিনীকে পুনরায় আদেশ করিলেন, "বাহুক যে মাংস রন্ধন করিয়াছেন; তুমি তাহা লইয়া আইস, আমি তাহার স্বাদ লইয়া তিনি নল কিনা স্থির করিব।" কেশিনী বাহুকের কৃত মাংস আনিয়া দিলে দময়ন্তী তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নল নিশ্চয় করিয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন, তৎপরে পিতা মাতার অনুমতি লইয়া বাহুকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

তখন দময়ন্তী বাহুককে কহিলেন "হে বাহুক, তুমি কি পূর্ব্বে কখনও এমন কোন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে দেখিয়াছ, যিনি বনে নিদ্রিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন?" বলিতে বলিতে দময়ন্তীর উজ্জ্বল নয়ন যুগল হইতে অবিরল অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। নল

কহিলেন, "কল্যাণি, আমি যে রাজ্যভ্রষ্ট ও তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, তাহাতে আমার দোষ নাই, কলির প্রভাবেই এইরূপ ঘটিয়াছে। তোমার আদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে এই এই বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছে, যে দময়ন্তী পুনরায় পতিগ্রহণ করিবেন। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করি নাই এবং ইহা সত্য কি না তাহা নিরূপণ করিতে আসিয়াছি।" দময়ন্তী উত্তর করিলেন, "হে নল, আমি যখন দেবগণকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে বরণ করিয়াছি, তখন এ বিষয়ে তোমার সন্দিহান্ হওয়া উচিত হয় নাই। ঋতুপর্ণ রাজার নিকট ব্যতীত আর কোথায়ও এই সংবাদ প্রেরিত হয় নাই। তোমাকে পাইবার আশাতেই আমি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছি। কারণ তুমি ভিন্ন কোন্ পুরুষ এক দিনে অশ্ব দ্বারা শত যোজন পথ অতিক্রম করিতে পারে? দময়ন্তীর কথা শেষ হইলে দেবগণ আকাশে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

নিষধরাজ নল স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করিয়া পুষ্করকে অক্ষ ক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া ধন ও রাজ্য পুনরায় লাভ করিলেন। কনিষ্ঠের সকল অপরাধ ভুলিয়া নল তাহাকে পুনরায় তদীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া পত্নীসহ সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম ও অম্বা।

অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কাশীরাজের তিন কন্যা ছিলেন। কাশীরাজ কন্যাদিগকে বিবাহ-যোগ্যা দেখিয়া স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিলেন। নানা দেশ হইতে রাজা ও রাজকুমারগণ কন্যালাভের উদ্দেশে কাশীরাজের রাজধানীতে আগমন করিলেন।

কাশীরাজ রত্ন ও পরিচ্ছদে ভূষিতা তিন কন্যাকে সভামধ্যে আনিয়া কহিতে লাগিলেন, "সমাগত রাজগণ, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। আমি সকল সুলক্ষণযুক্ত আমার এই তিন কন্যাকে আপনাদের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। যে সুক্ষত্রিয়, বীরত্ব, বাহুবল ও রণনিপুণতায় সকলকে পরাস্ত করিয়া ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবেন, কন্যাগণ তাঁহারই হইবেন।"

কাশীরাজের এই কথা শুনিয়া কুরুকুলপতি ভীষ্ম দণ্ডায়মান হইয়া দৃঢ়বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "সভাস্থ সকলে শ্রবণ কর। ইহা সকলেই জানে, যে আমি পিতার প্রিয় অনুষ্ঠানের জন্য পিতৃদত্ত রাজ্য ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি। আমি

হস্তিনার শূন্য সিংহাসনে আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবা বিচিত্র-বীর্য্যকে এখন সেই পদে অভিষেক করিয়াছি। তাঁহারই সহিত বিবাহ দিব বলিয়া আমি এই রাজকুমারীদের লইতে আসিয়াছি। আমি তোমাদের সকলের সম্মুখে আপন রথে আরোহণ করাইয়া ইঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে জননী সত্যবতীর নিকটে লইয়া যাইব। যদি ক্ষমতা থাকে, তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" ভীষ্ম এই বলিয়া সসম্ভ্রমে রাজকুমারীদিগের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একে একে তাঁহাদিগকে আপনার রথে উঠাইয়া হস্তিনা অভিমুখে রথ চালিত করিলেন।

ভীষ্মের এই দর্পপূর্ণ কথা শুনিয়া সমাগত রাজারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু পরশুরামের প্রিয় শিষ্য মহারথী ভীষ্মের সহিত সম্মুখ সমরে জয়লাভ করিতে সক্ষম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ছিলেননা ; সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই একে একে সকল রাজা পরাজিত হইলেন।

ভীষ্ম রাজকুমারীদিগকে হস্তিনায় আনিয়া জননী সত্যবতীর চরণে উপস্থিত করিয়া সবিনয়ে কহিলেন,

"মাতঃ, কুলে, শীলে, সর্ব্বাংশে অনুরূপা এই সকল কন্যা, ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের জন্য লইয়া আসিয়াছি। আপনি এখন ইঁহাদিগকে বধূত্বে গ্রহণ করুন। ইঁহাদের অধিষ্ঠানে আমাদের শূন্য ভবন আনন্দপূর্ণ ও কুল উজ্জ্বল হউক।"

অবিলম্বে নবীন রাজার সহিত সমানীতা তিন রাজকন্যার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তখন জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী অম্বা ভীষ্মের নিকটস্থ হইয়া সলজ্জ মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন "হে শান্তনুতনয়, সংযম ও স্বার্থত্যাগে আপনার সমান ক্ষত্রকুলে কেহ নাই। আপনার সাধুতায় সমগ্র কুরুকুল গৌরবান্বিত হইয়াছে। আপনার নিকট আমার এক নিবেদন আছে, আমার মনে মনে শাল্বরাজকে বরণ করিয়াছি, তিনিও আমার প্রতি অনুরক্ত; আমার পিতা এ সংবাদ জানিতেননা. কিন্তু আর কাহাকেও বিবাহ করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নহে। আপনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী, অতএব. আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করুন।"

অম্বার মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিবাহের সমুদায় আয়োজন বন্ধ করিয়া দিলেন,

এবং মন্ত্রীগণ, পুরোহিত ও মাতা সত্যবতীর সহিত, পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে শাল্বরাজের নিকট পাঠাইবার সমুদয় উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই উপযুক্ত দাসদাসী, সৈন্য, সামন্ত ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া রাজকুমারী অম্বা শাল্বরাজের রাজধানীতে প্রেরিত হইলেন।

শাল্বপতি স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে ভীষ্মহস্তে পরাজিত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। সেই ভীষ্ম আবার তাঁহার অন্তরের ভাব জানিতে পারিয়া বাহুবলে গৃহীতা কন্যা তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভীষ্মের এত মহত্ত্ব তাঁহার চিত্তকে আরও কঠিন ও ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। শাল্বপতি শত্রুহস্তে অনুগ্রহ গ্রহণ করিবেন? ভীষ্মের পরাক্রম হইতে তিনি অভীষ্ট কন্যা উদ্ধার করিতে পারেননাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ধমনীতে কি ক্ষত্ররক্ত বহিতেছেনা? তিনি পরবীর্য্যে কন্যা লাভ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবেন? কখনই না।

শাল্বরাজ অম্বাকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া কহিলেন, "নৃপকুমারী, স্বয়ম্বর ক্ষেত্রের ঘটনা কি তোমার স্মরণ নাই? সমাগত সহস্র লোকের সমক্ষে যিনি তোমাকে হাতে ধরিয়া রথে উঠাইয়াছিলেন,

তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কিরূপে আমার নিকটে আসিলে? তুমি তাঁহাকেই গিয়া বিবাহ কর। শাল্বরাজ ক্ষত্রকুলে জন্মিয়া অপরের বাহুবলে উদ্ধৃতা কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারেননা।”

রাজকুমারী অম্বা এইরূপে অপমানিতা হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আমার পিতাকে ধিক্। তিনি আমায় বীর্য্যশুল্কা করিয়াছিলেন বলিয়াই যাঁহাকে আমি মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম, তাঁহাকে সকলের সম্মুখে পতিত্বে গ্রহণ করিতে পারিনাই। আর সেই ক্ষত্র ব্রহ্মচারীকে ধিক্, তিনি সর্ব্ব সমক্ষে আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়াও আমার অভীষ্ট পতি আমাকে গ্রহণ করিতেছেননা। অতএব, যিনি আমার সকল অনিষ্টের মূল, সেই শান্তনুতনয় ভীষ্মকে যুদ্ধ বা তপঃপ্রভাবে ইহার প্রতিফল দিতে হইবে।”

কাশীরাজকন্যা মনে মনে এই স্থির করিয়া তপস্বীদিগের পুণ্য আশ্রমপদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের নিকট আপনার অতীত কথা নিবেদন করিয়া বলিলেন, “হে তপোধনগণ, আমার আর সংসারে বাস করিতে ইচ্ছা নাই, আমি সন্ন্যাস গ্রহণে

উৎসুক হইয়াছি, অতএব, আপনারা আমাকে সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।" মুনিগণ কহিলেন, "বৎসে, তুমি রাজকুমারী, চিরদিন সুখে লালিতা, তোমার শরীরে তপস্যার ক্লেশ সহ্য হইবেনা, অতএব, তুমি তোমার পিতারই নিকটে ফিরিয়া যাও।"

তাঁহারা এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে অম্বার মাতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহন তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, "বৎসে, তোমার ভয় নাই। ভীষ্ম গুরু পরশুরাম আমার প্রিয় সখা। তাঁহার সাহায্যে অবশ্যই তোমার দুঃখ দূর হইবে সন্দেহ নাই।"

পরশুরাম হোত্রবাহনের মুখে সমুদয় সংবাদ শুনিয়া হস্তিনাপুরে ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইলেন। পরশুরাম আসিয়াছেন শুনিয়া ভীষ্ম শশব্যস্তে তাঁহার চরণে আসিয়া নিবেদন করিলেন, "গুরুদেব, কি প্রয়োজনে আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, আমাকে তাহা আদেশ করুন। এক ধর্ম্ম ভিন্ন আপনাকে আমার অদেয় আর কিছুই নাই।" পরশুরাম কহিলেন, "হে শান্তনুতনয়, তোমার অবিবেচনায় কি অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তুমি

সভামধ্যে সকলের সম্মুখে হরণ করিয়াছিলে বলিয়া অম্বর মনোনীত পতি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহেন, অতএব তোমার প্রতি আমার এই আদেশ, তুমি এখন বিবাহ করিয়া অম্বার সমুদয় লজ্জা দূর কর ; তুমি তাহার যে অপকার করিয়াছ, ইহা ভিন্ন তাহার নিবারণের আর উপায় নাই।" ভীষ্ম সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "হে ভগবন্, আপনি অবগত আছেন, আমি পিতার জন্য ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। রাজনন্দিনী অম্বার প্রতি অজ্ঞাত অপরাধের জন্য আর যে কোন প্রায়শ্চিত্ত হউক অত্যন্ত কঠিন হইলেও তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সত্যভ্রষ্ট হইতে পারিবনা। আপনি আমার রণগুরু ; চারিপ্রকার অস্ত্রে আপনি আমায় শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, আমার অন্তর বুঝিয়া আপনি আমার কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিন, কিন্তু ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে আদেশ দিয়া আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিবেননা।"

পরশুরাম বহু তর্কবিতর্ক করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ভীষ্মকে তাঁহার প্রথম বয়সের প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিতে পারিলেননা। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে গুরু ও শিষ্যের যুদ্ধস্থান নিরূপিত হইল। যথাসময়ে ভীষ্ম শুভ্রবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্বেত অশ্ব বাহিত রজত নির্ম্মিত রথে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি পরশুরামকে ভূমিতে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, "ভগবন্, আপনি রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করুন, নতুবা আমার যুদ্ধ করিতে উৎসাহ হইতেছেনা।"

পরশুরাম উত্তর করিলেন, "হে গঙ্গার নন্দন, মেদিনী আমার রথ, চারিবেদ আমার চারি অশ্ব, বায়ু আমার সারথী এবং গায়ত্রী আমার বর্ম্ম। আমি ইহাদিগকে সহায় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, আমার অপর সাহায্যে প্রয়োজন নাই।"

অনেক দিন ধরিয়া ভয়ানক যুদ্ধের পর পরশুরাম ভীষ্মের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। পরশুরাম অম্বাকে গিয়া কহিলেন, "বৎসে, আমি অনেক চেষ্টা করিয়া ও আমার সমুদয় বল প্রয়োগ করিয়াও ভীষ্মকে তাহার অপরাধের শাস্তি দিতে পারিলামনা। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহার মত পরাক্রমশালী বীরকে পরাজয় করা আমার সাধ্য নয়। অতএব, তুমি অন্য উপায় অবলম্বন কর।"

অম্বা করযোড়ে কহিলেন, "হে ভগবন্, আপনি বৃদ্ধ

হইয়াও যুবার অধিক উৎসাহ ও শক্তি লইয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভীষ্ম দেবগণেরও অজেয়, এইজন্য আপনি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। এখন আমি কঠিন তপস্যা করিয়া ভীষ্মের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।”

অম্বা এই কহিয়া যমুনা তীরে উপস্থিত হইয়া কঠিন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অম্বার তপস্যার বলে ভীষ্ম দিন দিন হীনদশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধি নষ্ট, শক্তি অপহৃত ও পুণ্যবল ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। ভীষ্ম আপনার এই দশা দেখিয়া তাহা দুর করিবার জন্য দান, ধ্যান, পূজা, উপবাস, জাগরণ প্রভৃতি অনেক পুণ্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেননা।

অনেক বর্ষব্যাপী তপস্যার পর মহাদেব অম্বার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “বৎসে, তুমি অন্য জন্মে পুরুষত্ব লাভ করিয়া যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করিতে পারিবে।”

মহাদেব এই কহিয়া অন্তর্হিত হইলে অম্বা বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা দ্বারা এক প্রকাণ্ড চিতা প্রস্তুত করিয়া “ভীষ্মকে বধ করিব বলিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছি।” এই বলিয়া তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

ভীষ্ম ও শিখণ্ডী।

পঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণকে বধ করিবেন বলিয়া মহাদেবের নিকট এক পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দ্রুপদের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে দ্রুপদ, তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি। তোমার এক সুলক্ষণা ও সুন্দরী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবশেষে অদ্ভুত উপায়ে পুত্রত্ব পাইবে, আমি তোমায় এই বর দিলাম।" যথাসময়ে রাজমহিষীর এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা হইল। এই কন্যা অম্বা। ভীষ্মকে বধ করিবেন বলিয়া অম্বা মহাদেবের বরে দ্রুপদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্রুপদ জানিতেন মহাদেবের কথা কখনও মিথ্যা হইবেনা, এই জন্য প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া তাহাকে পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া পুত্রের মত পালন করিতে লাগিলেন। এই রাজকন্যার নাম শিখণ্ডী।

শিখণ্ডী রাজকন্যার মত নৃত্য, গীত, চিত্র ও শিল্পে সুশিক্ষা লাভ করিলেন এবং ক্ষত্রকুমারের মত সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন।

দ্রুপদ তাঁহাকে ধনুর্ব্বিদ্যায় অধিক শিক্ষা দিবেন

বাঁধিয়া হস্তিনাপুরে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে দ্রুপদ দশার্ণ দেশের রাজা হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সহিত শিখণ্ডীর বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে হিরণ্যবর্ম্মা শুনিতে পাইলেন শিখণ্ডী পুরুষ নহেন, ছদ্মবেশা স্ত্রীলোক। দ্রুপদরাজ তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন বলিয়া হিরণ্যবর্ম্মা অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং অনেক সৈন্য লইয়া পঞ্চালদেশ আক্রমণ করিলেন।

শিখণ্ডী তাঁহার জন্য রাজ্যের এই ভয়ানক বিপদ উপস্থিত দেখিয়া বিষণ্ন মনে এক গভীর বনে প্রবেশ করিলেন এবং আত্মহত্যা করিয়া সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন বলিয়া, অনাহারে তথায় পড়িয়া রহিলেন।

স্থূণাকর্ণ নামে এক যক্ষ ঐ বন রক্ষা করিত। সে একদিন দেখিতে পাইল, বনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী অনাহারে, রুক্ষ কেশে ও মলিন দেহে ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার অল্প বয়স ও অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া দেখিয়া যক্ষের মনে অত্যন্ত দয়া হইল। সে শিখণ্ডীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সাদর বচনে বলিতে লাগিল "তুমি কে? তোমার পবিত্র সৌন্দর্য্যে আমার মন

উজ্জ্বল দেখিতেছি। তুমি কি দুঃখে এই বনে প্রাণ দিতে আসিয়াছ, আমায় তাহা বল। যেরূপে হউক, আমি তোমার দুঃখ দূর করিব, আর যদি তাহা না পারি, আমার প্রাণ দিয়া তোমায় বাঁচাইব। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমার মত নারী আমার বনে আত্মহত্যা করিলে সে পাপ চিরজন্ম আমাকে স্পর্শ করিয়া রহিবে।"

উপবাসে শীর্ণা মলিনবেশা শিখণ্ডী অধোবদনে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "হে দয়ালু যক্ষ, তোমার স্নেহপূর্ণ কথায় আমি আনন্দিত হইলাম; কিন্তু আমার দুঃখ দূর করা তোমার সাধ্য নয়। দেবাদিদেব মহাদেব যাহার প্রতি বিমুখ, তাহার দুঃখ দূর করিবার সাধ্য কাহার?" যক্ষ কহিল, "আমি কুবেরের অনুচর, সুতরাং যাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য, আমার পক্ষে তাহা করা অসম্ভব নয়।"

স্থূণাকর্ণের স্নেহপূর্ণ মধুর কথায় শিখণ্ডী মনে নূতন বল ও আশা পাইলেন, তাঁহার চক্ষুতে আবার জ্যোতিঃ দেখা দিল। তিনি কি জন্য বনে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছেন, চক্ষু মুছিয়া একে একে তাহা বলিয়া বলিলেন, "হে কুবেরঅনুচর, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তবে আমায় এই বর দাও, যেন তোমার প্রসাদে আমি

পুরুষ হইতে পারি, নতুবা অপমানিত জীবন রাখিতে আর ইচ্ছা নাই।” যক্ষ কহিল, “সুন্দরি, তোমার অপূর্ব্ব ইতিহাস শুনিয়া আমার বড় কৌতুক হইতেছে। তোমায় মরিতে হইবেনা। আমার ক্ষমতায় কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তুমি পুরুষ ও আমি স্ত্রীলোক হইব এবং সেই সময় চলিয়া গেলে এই বনে আসিয়া আমরা আবার পূর্ব্ব রূপ লইব। দেবতার কথা মিথ্যা হইবার নয়; বুঝিয়া দেখিলাম, এই অদ্ভুত উপায়েই মহাদেব তোমায় পুরুষ করিবেন এরূপ বিধান করিয়াছেন। তুমি ধূলিশয্যা হইতে উঠ, তোমার মন প্রসন্ন ও কান্তি উজ্জ্বল হউক। আমার শক্তিতে পুত্ররূপে গৃহে ফিরিয়া গিয়া পিতা মাতার উদ্বেগ দূর ও প্রজাগণের আনন্দবর্দ্ধন কর।” বলিতে বলিতে যক্ষের অদ্ভুত শক্তিতে শিখণ্ডী পুরুষ ও যক্ষ স্ত্রীলোক হইলেন।

শিখণ্ডী পিতৃপুরে ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। দ্রুপদরাজ শুনিয়া হিরণ্যবর্ম্মাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “শিখণ্ডী পুরুষ, আপনি তাহা অনুসন্ধান না করিয়া আমার সহিত অকারণ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, এখন পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করুন।”

হিরণ্যবর্ম্মা যখন জানিলেন, যে শিখণ্ডী বাস্তবিকই পুরুষ, তখন আর তাঁহার লজ্জার সীমা রহিল না। তিনি আপনার আচরণের জন্য দ্রুপদের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা চাহিলেন এবং জামাতাকে অনেক উপহার দিয়া আপন নগরে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে কুবের বহুদিন স্থূণাকর্ণকে আপনার সভায় না দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্ত্রীরূপধারী যক্ষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কুবের তাঁহাকে এই শাপ দিলেন যে "তুমি চিরদিন স্ত্রীলোক ও শিখণ্ডী চিরদিন পুরুষ থাকিবে।" অনুচর অপর যক্ষগণ শাপ মোচনের জন্য প্রভুকে অনেক অনুনয় করিলে কুবের আবার কহিলেন, "শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর স্থূণাকর্ণ আবার পুরুষ হইতে পারিবে।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শিখণ্ডী পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন করিতে স্থূণাকর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। যক্ষ তাঁহাকে সমুদায় কথা জানাইয়া কহিলেন, "শিখণ্ডী, তোমার জন্য আমি শাপগ্রস্ত হইয়াছি। এখন তুমি গৃহে ফিরিয়া গিয়া চিরজীবন সুখে ও আনন্দে যাপন কর। প্রার্থনা করি, অনেক তপস্যা করিয়া যে উদ্দেশ্যে দ্রুপদের কুলে জন্ম লইয়াছ, তোমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক।"

কুরুক্ষেত্রে যখন কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়, তখন এই শিখণ্ডী পাণ্ডব পক্ষে থাকিয়া কৌরবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ভীষ্ম জানিতেন, শিখণ্ডী অম্বা। তিনি তাঁহাকে বধ করিতে প্রথমে কন্যারূপে জন্মিয়া পরে অদ্ভুত উপায়ে পুত্রত্ব পাইয়াছেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াও ভীষ্মকে পরাজিত করিতে না পারিয়া নিরাশ মনে রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হইলেন ও প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পিতামহ, আমরা কোন মতেই আপনার সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিতেছিনা, যুদ্ধকালে আপনার বিন্দু পরিমাণ ছিদ্রও দেখিতে পাই না। আপনার বীরত্বে আমার অগণ্য সৈন্য দিন দিন ক্ষয় হইতেছে। এখন আমরা কিরূপে জয় বা রাজ্য লাভ করিব এবং কিরূপেই বা প্রজাগণের জীবন রক্ষা করিব, আপনি তাহার উপায় বলিয়া দিন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মপুত্র, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমাদের জয়ের আশা নাই। অতএব, যাহাতে আমি শীঘ্র শীঘ্র হত হই, তোমরা তাহাই কর।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে পিতামহ, আপনি যখন ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া যুদ্ধস্থলে আগমন করেন, তখন মনে হয়, যেন স্বয়ং যমরাজ দণ্ড হস্তে যুদ্ধে আসিয়াছেন, বরং দেবরাজ

ইন্দ্র ও বরুণকে জয় করিতে পারি, কিন্তু আপনাকে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নয়। অতএব কিরূপে আপনাকে জয় করিতে পারিব, আপনি সে উপায় বলিয়া দিন।" ভীষ্ম কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির, তবে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি অস্ত্রহীন, পতিত বা আমার শরণাগত, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমার আর এক ব্রত এই, আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীনামধারী ও স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষের সহিত কখনও যুদ্ধ করিনা। তোমার সেনাপতিদিগের মধ্যে শিখণ্ডী নামে দ্রুপদপুত্র আছেন। তিনি অম্বা নামে প্রসিদ্ধা কাশীরাজকুমারী। তিনি আমাকে বধ করিবেন বলিয়া দ্রুপদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি এই শিখণ্ডীর সহিত কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। এই শিখণ্ডী আমার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিলেও আমি কখনও তাঁহার শরীরে শর নিক্ষেপ করিব না। আমার পরামর্শ এই, অর্জ্জুন ইঁহাকে আপন রথে সারথি করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন। অর্জ্জুন আক্রমণ করিলেও পাছে শিখণ্ডী আঘাত পান, এই ভয়ে আমি বাণত্যাগ করিব না। তখন অতি সহজেই তোমরা আমাকে বধ করিতে পারিবে। তোমাকে আমার বধের উপায় বলিয়া দিলাম, ইহাতে

তোমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। আর আমি না জানিয়া কাশীরাজকন্যার যে অনিষ্ট করিয়াছিলাম, ইহাতে সে অপরাধেরও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে।”

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপে আপনার বধের উপায় বলিয়া দিয়া বহু দিন পরে মনে সুস্থতা ও শান্তি লাভ করিলেন। অবশেষে অর্জ্জুনহস্তে সহস্রবাণে বিদ্ধ হইয়া শান্তনুতনয় সন্তুষ্টচিত্তে ও স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

সমাপ্ত।